রাঁচি, সোমবার
07:08:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 03 Vol »292 »21 Sharabon 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক » ২৯২ » « ২১শে, শ্রাবণ ১৪৩০»

বাজার দর
SENSEX : 65721.25 +480.57
NIFTY : 19517.00 +135.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 18.27 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 05.21 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 82,000 টাকা./কিলো

কিছু জানা–অজানা তথ্য

দশ হাজারের মধ্যে মাত্র ৫০০ জন সঠিক ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া হয়েছে

প্রবীণ ব্যক্তিরা জানান, জমি না দিতে অনড় থাকা অনেকেই বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পর এই জলতে জলসমাধি নিতে বাধ্য হন

গ্রামবাসীরা একবার নয় বহুবার আন্দোলন করেছে কিন্তু অজ্ঞাত কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এটি প্রধান ইস্যু হয়ে উঠতে পারেনি

কেলেঙ্কারীর মূলে রয়েছে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের মতো একটি স্বনামধন্য রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্থা

ঝাড়খণ্ডের পরিবর্তে অন্য কোনো রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সেটি ক্ষমতার পালাবদল ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের একটি বড় কারণ হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকত

সাঁওতাল পরগনার দুমকা জেলার একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রামের সব বাসিন্দাই আদিবাসী। অথচ ডিভিসি চক্রান্ত করে ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দিয়েছে

এটি সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বড় নিয়োগ কেলেঙ্কারি

বিস্ময়কর ঘটনা হল বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। এমনকি দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীও তদন্তের সুপারিশ করেছেন

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের অভিনব কেলেঙ্কারী

লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি নীরব কেন?

রজত গুপ্ত

রাঁচি ঃ সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের এমন দুটি আন্দোলন, যা রাজ্যের রাজনীতির গতিপথ বদলে দিয়েছে। এসব আন্দোলনের ফল হলো জনগণ বামফ্রন্টের সংগঠিত শাসনকে উপড়ে ফেলে। অন্যদিকে, নিরন্তর সংগ্রামের সময় পুলিশি নিপীড়নের মুখোমুখি হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যের মানুষ মাথায় করে তুলে রাজ্যের গদিতে বসায়। সেই কারণেই বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জমি উর্বর এবং ইস্যুগুলির রাজনীতি এখানে এখনও প্রভাব ফেলে। এ রাজ্যে বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া না দেখাটাই বড় কথা। এই ডিভিসির কারণে আসল জমি গিয়েছিলো পুরুলিয়া ও বর্ধবনের শতাধিক গ্রামের মানুষের। প্রবীণ ব্যক্তিরা জানান, জমি না দিতে অনড় থাকা অনেকেই বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পর এই জলতে জলসমাধি নিতে বাধ্য হন। গ্রামবাসীরা একবার নয় বহুবার আন্দোলন করেছে কিন্তু অজ্ঞাত কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এটি প্রধান ইস্যু হয়ে উঠতে পারেনি। আচ্ছা এখন আসল ইস্যুতে ফিরে আসি অর্থাৎ ডিভিসি মেসে।সংখ্যাটি খুব সামান্য নয়। কেলেঙ্কারীও অসামান্য।

দশ হাজারের মধ্যে মাত্র ৫০০ জন সঠিক ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বাকি ৯৫০০ জন, যাঁরা এখনও চাকরিতে বহাল রয়েছেন, তাঁরা আসলে অন্যের অধিকার হনন করে বছরের পর বছর মাইনে নিয়ে চলেছেন। এই কেলেঙ্কারীর মূলে রয়েছে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের মতো একটি স্বনামধন্য রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্থা। অবশ্যই সরকারী আমলাতন্ত্রের পাশাপাশি রাজনীতিবিদরাও এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা বলাই বাহুল্য। ঘটনাটি যদি অন্য কোনো রাজ্যে অথবা অন্য দেশের হতো, তাহলে হয়তো সরকারও বদলে যেত। এই রাজ্যেও সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ অন্য ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ থাকায় বিষয়টি অনবরত ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কয়েকজন সমাজসেবীর প্রচেষ্টায় বর্তমানে এটি আবার আলোচনা বিষয় হয়ে উঠেছে। সঠিকভাবে তদন্ত হলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কারণ এই বিষয়ে তদন্তের জন্য দিল্লি থেকে বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিবারই এই চিঠিগুলি হারিয়ে গেছে। তাই বছরের পর বছর কেটে গেলেও রহস্যের উন্মোচন হচ্ছে না।

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে চাকরির এত বড় কেলেঙ্কারির পরেও রাজ্যের বিরোধী দলের নেতারা এই নিয়ে কখনও সরব হন নি। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের মূল অধিবাসিদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র সমানে চলেছে। বলাই বাহুল্য, ঝাড়খণ্ডের পরিবর্তে অন্য কোনো রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সেটি ক্ষমতার পালাবদল ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের একটি বড় কারণ হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকত। কিন্তু ঝাড়খণ্ডকে যাঁরা খেলার পুতুল মনে করেন, তাঁরা এখানকার আধিকারিকদের লোভ ও উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সেই জন্যই, এই বিষয়ে যখনই কোনো পর্যায়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, তখনই কোন না কোনভাবে তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও, এই এক লক্ষ কোটি টাকার বেশি কেলেঙ্কারির সমস্ত প্রমাণ এখনও বর্তমান। যখনই এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষ থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি, কিন্তু খন্ডনও করা হয়নি।

বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সাঁওতাল পরগনার দুমকা জেলার একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রামের সব বাসিন্দাই আদিবাসী। অথচ ডিভিসি চক্রান্ত করে ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। মূল রেকর্ড দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। এঁরা কেউই আদিবাসী নন। তা সত্ত্বেও ডিভিসি কিভাবে এঁদের চাকরি অথবা ক্ষতিপূরণ দিল, তা কতগুলি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা কেউই আদিবাসী নন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এঁরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। অথচ এঁদের দুমকার মূল অধিবাসী দেখিয়ে অবৈধভাবে বিশেষ কিছু সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

এটি সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বড় নিয়োগ কেলেঙ্কারি। বিষয়টি একবার নয়, বহুবার আলোচিত হয়েছে। রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে রাজধানী দিল্লীতেও এটি উত্থাপিত হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোন সুরাহা হয় নি। খোদ দিল্লী থেকে বিষয়টির তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বহুবার চিঠি দেওয়া হয়, কিন্তু প্রতিবারই এই চিঠি গায়েব হয়ে যায়। ঝাড়খণ্ড গঠনের আগে, অর্থাৎ সংযুক্ত বিহারের সময় থেকেই এই বিষয়টি চলে আসছে। বস্তুত, ঝাড়খন্ডের জন্মই হয়েছে আদিবাসীদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু পৃথক রাজ্য গঠনের পরও বার বার এখানকার নেতারা মূলবাসী ও আদিবাসীদের স্বার্থ উপেক্ষা করেছেন। খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ এই রাজ্যে কোয়েলকারো প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ডিভিসির সবথেকে বড় বিস্থাপন ও নিয়োগ কেলেঙ্কারি নিয়ে অদ্ভুত ধরনের নীরবতা দেখা যায়, যা অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে হরিয়ানায় একই রকম কেলেঙ্কারীর কারণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওম প্রকাশ চৌটালাকেও জেলে যেতে হয়েছিল।

অন্যান্য রাজ্যে সামান্য জমির অনিয়মের অভিযোগে অনেক রাজনীতিবিদের রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেছে। এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। অথচ, ঝাড়খণ্ডে কোন ছোট ভুখন্ড নয় বরং বিশাল জমি নিয়ে চক্রান্ত করা হয়েছে। ডিভিসির প্রকল্পের জন্য এলাকার বহু মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল।

কিন্তু আসল উদ্বাস্তুদের বদলে ভুয়ো ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়া হয়েছে এবং চাকরির পাশাপাশি তাদের ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, যারা প্রকৃতপক্ষে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল তারা কোনো সুবিধা পায়নি। প্রাথমিকপর্যায়ে কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার চেষ্টা করলেও তাদের কণ্ঠরোধ করা হয়। এত কিছুর পরও এই বিষয়টি কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি। কোনো না কোনো পর্যায়ে বার বার বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে। নিম্ন আদালত থেকে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু, আসল সমস্যা হল তদন্ত শুরু করা নিয়ে। তদন্তের সুপারিশ করে যে সমস্ত চিঠি এই রাজ্য এলে পৌঁছায়, সেগুলি কোন অজ্ঞাত কারণে কোথাও হারিয়ে যায়। বলে রাখা ভালো, এই কেলেঙ্কারিতে মোট অভিযুক্তের সংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। এর মধ্যে ৯০০০ জন এমন রয়েছেন, যাঁদের জালিয়াতি করে DVC তে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিস্ময়কর ঘটনা হল বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। এমনকি দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীও তদন্তের সুপারিশ করেছেন।

কিন্তু যতবারই এই সুপারিশপত্র ঝাড়খণ্ডে পৌঁছায়, ততবারই কোন মন্ত্রবলে এই তদন্তের ফাইল হারিয়ে যায়। সবথেকে মজার বিষয় হল, ফাইল হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক দাপটের কারণে এই সব আধিকারিকরা নিশ্চিন্তে তাঁদের কাজ করে গেছেন। পরবর্তীকালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তদন্তের ফাইল এগোয়নি।

Prime Minister's Office

CHIEF SECRETARY,
GOVERNMENT OF JHARKHAND,

কেলেঙ্কারী

ধানবাদ জেলাতেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে

খাঁটি আদিবাসী পল্লীতে বাংলা নাম

রাঁচি ঃ জমি অধিগ্রহণ ও ভুয়ো চাকরির বিষয়টি বোঝার জন্য দুমকার ভূমি অধিগ্রহণ অফিসের দলিলই যথেষ্ট। এতেই প্রমাণিত যে, যাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে তাদের জমি অধিগ্রহণের কোনো নথি সেখানকার রেজিস্টারে নেই। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে তথ্য অধিকার আইনের স্মরণাপন্ন হন কৃষ্ণ সোরেন। এতে দশজন ব্যক্তির তথ্য চাওয়া হয়।

যাঁদের সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হয়েছিল, তাঁরা হলেন ডিভিসির কর্মচারী যাঁদের বাস্তুচ্যুত হিসাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে। সবথেকে বড় প্রশ্ন হল, যাঁদের চাকরী দেওয়া হয়েছে, তাঁদের সিংহভাগই বাঙ্গালী। অর্থাৎ, তাঁরা এখানকার মূলবাসী নন। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করেন।

আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করার নামে যে সকল নেতারা নিজেদের আখের গোছাচ্ছেন, তাঁরাও কখনও জানতে চান নি যে মূলবাসীদের এলাকায় এত বাঙালি কোথা থেকে এসেছিল এবং ডিভিসি কিভাবে তাদের এই গ্রামের বাসিন্দা বলে মেনে নিয়েছে। আসলে, কৃষ্ণ সোরেন তথ্যের অধিকার আইনের অধীনে এই তথ্য চেয়েছিলেন, যা ২৯ মে, ২০২০ তারিখে জমি অধিগ্রহণ অফিস দ্বারা উপলব্ধ করা হয়েছিল। সেই কারণেই ঝাড়খণ্ড সরকারের উচিৎ এই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করা।

এই বিষয়ে, ধানবাদের টুন্ডি এলাকার বিধায়ক মথুরা প্রসাদ মাহাতো ৪ আগস্ট, ২০১৪-এ ঝাড়খণ্ড বিধানসভার স্পিকারের কাছে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে রাজ্য সরকারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে DVC র তরফে প্রকৃত বাস্তুচ্যুতদের পরিবর্তে ভুয়ো ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু সেই চিঠির জবাব আজও পাওয়া যায় নি।

ধানবাদ জেলাতেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে। এই জেলার শিমাপাথর গ্রামের অধিবাসীদের জমি ও বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়। কাগজে কলমে দুই শতাধিক ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু, ভুক্তভোগীরা জানান, এই গ্রামের কেউই এখানে চাকরি পায়নি। সিংয়ের আবেদনে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করে ঝাড়খণ্ড সরকারকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, সেই চিঠিও মাঝপথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে নিম্ন আদালত এবং সংশ্লিষ্ট সব সরকারি দফতরের চিঠিপত্রে জানা যায়, নয় হাজার ব্যক্তির ভুয়ো চাকরির বিষয়টি কোনো পক্ষই অস্বীকার করেনি। পাশাপাশি, অনেক ক্ষেত্রে ডিভিসি আদালতে যে তথ্য পেশ করেছে, তাতে কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় নি।

ডিভিসি শুধুমাত্র দেখানোর চেষ্টা করেছে যে আবেদনকারী রামাশ্রয় সিং একজন অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তার বিরুদ্ধে অনেকগুলি মামলা চলছে।

যদিও বিষয়টি একেবারেই আলাদা। আসলে ডিভিসি যেসব মামলার কথা উল্লেখ করেছে সেগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত এবং সেই মামলাগুলিতে রামাশ্রয় সিং জয়ীও হয়েছেন। নথিগুলি দেখলে মনে হয় যে সম্পূর্ণ বিষয়টি ঝাড়খণ্ডের একাধিক মুখ্যমন্ত্রীর আমলে তাঁদের নজরে এসেছিল। কেউ কেউ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও সুপারিশ করেছেন। কিন্তু এরপরও ফাইলটি আবার কোথাও হারিয়ে যায়। কেন এবং কোথায় এই ফাইল বারবার হারিয়ে যায়, এই প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। তবে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ব্যাপক তদন্তের মাধ্যমে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসকের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার কোডারমা কংগ্রেসের

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। ঝাড়খণ্ড রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক মনোজ সাহাই পিঙ্কুর নেতৃত্বে কোডারমা কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল জেলার নবনিযুক্ত ডেপুটি কমিশনার মেঘা ভরদ্বাজের সাথে তাঁর অফিসে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। শনিবার কংগ্রেস সদস্যরা জেলা প্রশাসককে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান এবং রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক গান্ধী কবিতার বই উপহার দেন। প্রতিনিধি দলে জেলা বিশদফা সদস্য আনোয়ারুল হক, কোডারমা ব্লক বিশদফা সভাপতি প্রভাত কুমার রাম, সাতগাওয়ান কংগ্রেস ব্লক সভাপতি বিজয় প্রসাদ সিং, মার্কাচো কংগ্রেস ব্লক সভাপতি কেদার রানা, ডোমচাঁচ ব্লক সভাপতি অনন্ত মেহতা, জয়নগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মিশওয়াউদ্দিন, বালগোবিন্দ পান্ডে, ইয়াসিন আনসারি জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করেন এবং আস্থা প্রকাশ করেন যে ঝাড়খণ্ডের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং মহাজোট সরকার জনস্বার্থে বহু কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন জেলা ও ব্লকে সেই প্রকল্প গুলি সমাজের শেষ স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের সমস্ত পদাধিকারীরা জেলা প্রশাসনের পাশে সর্বদা উপস্থিত থাকবেন। জেলা প্রশাসক কংগ্রেস প্রতিনিধি দলকে ধন্যবাদ জানান।

নেশা মুক্ত ভারত অভিযান কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পকে সামনে রেখে নেশা মুক্ত সমাজ নামে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল

মালদা ঃ নেশা মুক্ত ভারত অভিযান কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পকে সামনে রেখে নেশা মুক্ত সমাজ নামে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার মালদা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। স্কুলের ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইংলিশ বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, ভারত সেবাশ্রমের স্বামীজি সহ অন্যান্যরা। এদিন এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয়ই ছিল যুব সমাজ বর্তমানে কিভাবে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে এবং সেখান থেকে সমাজের মূল স্রোতে তাদের কিভাবে ফেরানো যায়। মূলত তা নিয়ে ই আয়োজন করা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের।

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মালদা শহর জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল

মালদা ঃ কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মালদা শহর জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল। রবিবার বিকেলে মালদা শহরের বৃন্দাবনি ময়দান সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হয় এই প্রতিবাদ মিছিল। গোটা শহর পরিক্রমা করে এই প্রতিবাদ মিছিল। এরপর মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় এই মিছিল শেষ হয়ে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায় এদিন এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, সহসভাপতি বাবলা সরকার, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মৃণালিনী মাইতি, ইংলিশবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রতিভা সিংহ, সহসভাপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

শিলিগুড়িতে দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন তৃনাঙ্কুর ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি ঃ আগামী ২৮শে আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস।এই উপলক্ষে শিলিগুড়িতে দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃনাঙ্কুর ভট্টাচার্য।জানা গিয়েছে, প্রত্যেক বছর রাজ্যব্যাপী এই দিনটি উৎসাহের সঙ্গে পালন করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী ও সমর্থকেরা। ২৮শে আগস্টের আগে জলপাইগুড়িতে একটি সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিতে সোমবার কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃনাঙ্কুর ভট্টাচার্য।তবে এদিন জলপাইগুড়ি যাওয়ার আগে ২৮শে আগস্টের কর্মসূচি নিয়ে দার্জিলিং জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী ও সদস্যদের উৎসাহিত করতে শিলিগুড়িতে পৌঁছে কলেজ পাড়ায় দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে যোগ দেন তৃনাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

ফোর লেনের রাস্তার কাজ বন্ধ। পাততাড়ি গুটিয়েছে সংস্থা

আলিপুরদুয়ার ঃ ফোর লেনের রাস্তার কাজ বন্ধ। পাততাড়ি গুটিয়েছে সংস্থা। আলিপুরদুয়ারের সলসলাবাড়ি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ৪১ কিমি রাস্তার এখন বেহাল অবস্থা।আজ আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ারে অবস্থিত ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি ইন্ডিয়ার অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হলো। আলিপুরদুয়ারের শাসক দলের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর অভিযোগ ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মহাধুমধাম করে আলিপুরদুয়ার এর সলসলাবাড়ি থেকে শিলিগুড়ির ঘোষপুকুর পর্যন্ত ১৪০ কিমি রাস্তার কাজ শুরু করে। তবে এখনও পর্যন্ত ৩০ কিমি রাস্তা করতে পারেনি।বেহাল রাস্তা। তাই আমরা এ নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি তে অংশ নিয়েছি।তিনি বিজেপির সাংসদ বিধায়ক দেরও সমালোচনা করেন।অবিলম্বে রাস্তার কাজ শুরু না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কে একটি স্মারকলিপি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে তৃনমূল কংগ্রেস।

ডেঙ্গু নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সারলো শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদ

শিলিগুড়ি ঃ ডেঙ্গু নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সারলো শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদ। শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চারটি ব্লকে ডেঙ্গুর প্রকোপ যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তা নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক সারলো মহকুমা পরিষদের আধিকারিকরা। শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের প্রশাসনিক কার্যালয়ে ওই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সোমবার ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পুন্নমবলম, দার্জিলিং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসি প্রামানিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ দার্জিলিং জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা মহকুমা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রেম কুমার বার দেওয়া সহ অন্যান্যরা। মহকুমা এলাকার চারটি ব্লকের মধ্যে মাটিগাড়া ব্লকে ডেঙ্গুর প্রকোপ কিছুটা রয়েছে বলে জানান সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। মাটিগাড়া ব্লক সহ অন্যান্য ব্লকগুলির প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং হাসপাতালে ডেঙ্গুর চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি। শুধু তাই নয় গোটা মহকুমা এলাকাতে ডেঙ্গুর প্রকোপ অনেক কম রয়েছে বলে জানিয়েছেন সবাধিপতি।

কোচবিহার স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের উদ্বোধন হলো আজ

কোচবিহার ঃ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তহবিলে তৈরি কোচবিহার স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের উদ্বোধন হলো আজ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এদিন এই সুইমিং পুলের উদ্বোধন করেন। কোচবিহারের বুকে সুইমিংপুলের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কোচবিহার বাসীদের।আজ কোচবিহারের বুকে সুইমিংপুলের উদ্বোধন হওয়ায় খুশি কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যে সুইমিংপুলে সাঁতার প্র্যাকটিসের জন্য মেম্বারশিপ ফর্ম দেওয়া শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ কোচবিহার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের হাতে লাইফটাইম মেম্বারশিপ এর কার্ড তুলে দেওয়া হয়।এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।৩০০০ টাকা ৪০০০ টাকা এবং ৫০০০ টাকা বার্ষিক মেম্বারশিপ ফি ধার্য করা হয়েছে। প্রথম দিনেই মেম্বারশিপ ফর্ম নেওয়ার জন্য লম্বা লাইন দেখা যায়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেম্বারশিপ ফর্ম তুলে দেওয়া হয়।

চায়ের ভরা মরসুমে বন্ধ হয়ে গেলো তাসাটি চা বাগান

আলিপুরদুয়ার ঃ শ্রমিকমালিক অসন্তোষের জেরে চায়ের ভরা মরসুমে বন্ধ হয়ে গেলো আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগান। 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' এর নোটিশ ঝুলিয়ে রবিবার রাতের অন্ধকারে বাগান ছেড়ে চলে যান পরিচালন কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের অভিযোগ রবিবার ছুটির দিন থাকায় তাঁরা বিষয়টি আগাম অনুমান করতে পারেননি।সোমবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা লক্ষ্য করেন যে, বাগানের ফ্যাক্টরিতে ঝুলছে তালা এবং ঝোলানো হয়েছে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ। ফলে কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় ১২০০ শ্রমিক, সঙ্গে অনিশ্চিত হয়ে পড়লো বাগানের শতাধিক কর্মচারীর ভবিষ্যত।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে চা বাগান জুড়ে।

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

আলিপুরদুয়ার ঃ ডুয়ার্স গ্রীন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে ও শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়েন্সের সহযোগিতায় কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জ নেতাজিপল্লী এলাকায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়জন করা হয়। এদিনের শিবিরে চক্ষু পরীক্ষার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ এবং চশমাও প্রদান করা হয়। এদিনের এই শিবিরে আশপাশের এলাকা থেকেও মানুষেরা চক্ষু পরীক্ষা করাতে আসেন। এ বিষয়ে সংগঠনের সভাপতি রাখি দত্ত বলেন, 'এদিন প্রায় ২০০ জনের মতো মানুষ চক্ষু পরীক্ষা করান। আগামীতে আমাদের এরূপ কর্মসূচি জারি থাকবে

উত্তর দিনাজপুরের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে পিকআপ ভ্যানের দুর্ঘটনা, আহত ৮

উত্তর দিনাজপুর ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই বোলোর পিকআপ, স্থানীয় সূত্র জানা যায় নকশালবাড়ি থেকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ঝাড়খণ্ডের বাবাধামে যাওয়ার পথে ইসলামপুর বাইপাসের ঘোড়ামারা এলাকায় উল্টে যায় বোলেরো পিকআপ আর এই ঘটনায় ৮ জখম , স্থানীয়রা উদ্ধার করে ইসলামপুর মহাকুমা হসপিটালে নিয়ে যায় ইসলামপুর হসপিটাল এর চিকিৎসা চলছে এই ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।

মৎস চাষ নিয়ে মাটিগাড়া এলাকায় আয়োজিত হল প্রশিক্ষণ শিবির

কলকাতা ঃ মৎস চাষ নিয়ে মাটিগাড়া এলাকায় একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারে মৎস দপ্তরের মাটিগাড়া ব্লক কমিটি। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়ার BDO শ্রীবাস বিশ্বাস। সোমবার মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে এই শিবির আয়োজিত হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া ভিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস সহ মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। জানা যায় এই শিবিরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মৎস্য চাষিরা অংশগ্রহণ করে। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে মৎস্য চাষ করা সম্ভব হবে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে এদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

আয়োজিত হলো রিডিং ফেস্টিবল ২০২৩

শিলিগুড়ি ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরের বাচ্চাদেরকে বই পড়ার অভ্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ দপ্তরের সর্বশিক্ষা অভিযানের তরফ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে রিডিং ফেস্টিভাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাচ্চারা পড়ার প্রতি আরো বিশেষভাবে যাতে আকৃষ্ট হয় সে বিষয়ে নজর রাখা হয়। বিশেষত করনার পর থেকে বাচ্চারা বেশি করে মোবাইলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সেদিকে যাতে বাচ্চারা মোবাইলের বদ্ধ না হয়ে যায় তাদেরকে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই উদ্যোগ বলে জানান পৌর নিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লক্ষ্মী পাল। সোমবার শিলিগুড়ির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়ন কলোনির প্রাথমিক বিদ্যালয় পালিত হল রিডিং ফেস্টিভাল ২০২৩। ইদিনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লক্ষ্মী পাল বিশিষ্ট সমাজ সেবী বাবলু পালসহ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক এবং শিক্ষিকারা।

জুয়েলারি সংস্থার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ, গ্রাহকের টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার

শিলিগুড়ি ঃ জুয়েলারি সংস্থার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে শিলিগুড়িতে থেকে গ্রেপ্তার কাউন্সিলরের এক আত্মীয়। তবে এখনো টাকা ফেরত পায় নি গ্রাহক কিংবা এজেঃটরা। টাকা ফেরতের দাবিতে ও দোষী ব্যক্তির কঠোর শাস্তির দাবিতে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানায় বিক্ষোভ দেখালো ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। ধৃত ব্যক্তির নাম দীপক কুমার সাহা। জানা গিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে একটি জুয়েলারি সংস্থা খুলে ছিল দীপক। সেই সংস্থায় প্রচুর মহিলারা কাজে যোগ দেয়। তাদের কাজ ছিল গ্রাহকদের থেকে ওই সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করানো। সেইমত প্রচুর মহিলা সেখানে টাকা জমা দেন। কিন্তু পরবর্তীতে এসে সংস্থা বন্ধ হয়ে যায় এবং গা ঢাকা দেয় দীপক। গত শনিবার মহিলারা জানতে পারে শিলিগুড়ি ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমর আনন্দ দাস দীপকের মামা এবং দীপক তার বাড়িতেই রয়েছে। শনিবার সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় মহিলারা। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দীপককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে, পাঁচদিনের পুলিশে হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা ফেরত এর দাবিতে সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি প্রধান নগর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। তাদের দাবি অবিলম্বে সকলকে টাকা ফেরত দিতে হবে এবং দোষীকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তবে কে কত টাকা পাবে সেই হিসেব এখনো পাওয়া যায়নি। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

লোকসভা কেন্দ্রে বহিরাগত প্রার্থী নয়, ভূমিপুত্র কিংবা ভূমিপুত্রি প্রার্থী চাই এমন দাবিতে পোস্টার রায়গঞ্জে

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে বহিরাগত প্রার্থী নয়, ভূমিপুত্র কিংবা ভূমিপুত্রি প্রার্থী চাই- এমন দাবিতে রায়গঞ্জে পড়লো পোস্টার। যাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।কিন্তু কে দিল এই পোস্টার তা স্পষ্ট নয়। তবে সাধারণ মানুষের অধিকাংশ এই দাবীকে মান্যতা দিচ্ছেন।আবার বিক্ষুব্ধ বিজেপির লোকেরা এই পোস্টার দিয়েছে বলে বামকংগ্রেসের দাবী। যদিও অন্তর্দ্বন্দ মানতে নারাজ পদ্ম শিবির। তবে এই পোস্টারের দাবীকে হাতিয়ার করে ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা তৃনমুলের। তবে কি এবারের লোকসভা নির্বাচনে দলীয় নীতি,আদর্শের চাইতে স্থানীয় প্রার্থী ইস্যু হতে চলেছে রায়গঞ্জে? এখন এই প্রশ্নের আধারেই এই পোস্টার এখন রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে।লোকসভা নির্বাচনের আর কয়েকমাস বাকি। তবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তারমাঝেই, লোকসভায় ভূমি পুত্র কিংবা পুত্রি দের প্রার্থী করতে হবে এই দাবীতে পোস্টার পড়ায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রায়গঞ্জে। যেখানে নাগরিকবৃন্দের নাম করে পোস্টার দেওয়া হয়েছে।যাতে লেখা রয়েছে আর নয় বঞ্চনা। ৫ নং রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে আগামী নির্বাচনে বহিরাগত প্রার্থী নয়,ভূমিপুত্রপুত্রিদের প্রার্থী করতে হবে। প্রচারে উত্তর দিনাজপুর জেলা নাগরিক বৃন্দ যদিও এই পোস্টার কে বা কারা লাগিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু রায়গঞ্জের অধিকাংশ সাধারণ নাগরিক এই পোস্টারের বিষয়বস্তুকে সমর্থন জানিয়ে স্থানীয় প্রার্থীদের পক্ষেই মত দিয়েছেন। তাদের দাবী, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর পর দীপা দাশমুন্সী, মহঃ সেলিম এবং বর্তমানে দেবশ্রী চৌধুরী প্রত্যেকেই ভিন জেলার বাসিন্দা। উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা কেউ সাংসদ হলে এই জেলার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে পারতেন বা জেলার মানুষও তাকে অনায়াসেই হাতের নাগালে পেতেন। অন্যদিকে এই পোস্টার একদল বিক্ষুব্ধ বিজেপির লাগানো বলে দাবি করছে সিপিএম ও কংগ্রেস। তবে তৃণমূলের দাবি, এই পোস্টার মানুষের ক্ষোভের বহিপ্রকাশ। বিগত লোকসভায় জিততে না পারলেও তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র ভূমিপুত্রকেই প্রার্থী করেছিল বলে দাবী তৃনমুলের। অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ বিজেপি গোষ্ঠী এই পোস্টারকে সমর্থন জানিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে। তাদের দাবী, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে ভূমিপুত্র কেউ হলে সেই লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন আরও বেশি সম্ভব।এই লোকসভায় বিহারগত প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী ভোটে জিতে প্রতিশ্রুতি মত কোনো কাজই করেননি বলেই দাবী তাদের। তাই এবারের লোকসভায় এই পোস্টারকে সমর্থন করে ভূমিপুত্রের দাবিতেই সড়ব হয়েছেন তারা। আর এই সমস্ত কিছু ব্যাপারে বিজেপি অবশ্য দলে গোষ্ঠী কোন্দলের ব্যাপার নেই বলেই দাবী করেছে। মানুষ বিজেপিকে দেখে দেবশ্রী চৌধুরীকে ভোট দিয়েছে লোকসভা ভোটে। জেলায় সাংসদ হিসেবে দেবশ্রী চৌধুরী যথেষ্ট আটকে থাকা কাজ করেছেন। তবে সবাইকে তো সন্তুষ্ট করা যায় না! কারোর ক্ষোভ থাকতে পারে, হয়ত তারাই এই পোস্টার দিয়েছে বলে বিজেপির দাবী। তবে লোকসভা নির্বাচন আসতে কয়েকমাস দেরি থাকলেও এই পোস্টার যে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের ঢাক বাজিয়ে দিল তা এই পোস্টার নিয়ে চর্চাই জানান দিচ্ছে।

মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভাঙচুর এবং চিকিৎসকদের মারধর করার ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করলো ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ

মালদা ঃ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভাঙচুর এবং চিকিৎসকদের মারধর করার ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করলো ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ। সোমবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ইংলিশ বাজার থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতরা হল সনাতন ঘোষ, চাঁদ ঘোষ, বাপন ঘোষ এবং রাজু ঘোষ। পুরাতন মালদার নলডুবি, মঙ্গলবাড়ী এবং ইংলিশ বাজার থানার কমলা বাড়ি এলাকায় বাড়ি ধৃতদের। জানা যায় রবিবার রাত্রে সাপে কাটা এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে ছিল মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভাঙচুর এবং চিকিৎসকদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল মৃতের পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আঃেদালনের নেমেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এই ঘটনা তদন্ত নেমে পুলিশ এই চারজনকে গ্রেফতার করে। আজ তাদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

পিকনিক করতে গিয়ে গুলমা নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু, বন্ধুদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ পরিবারের

শিলিগুড়ি ঃ বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়ে গুলমা নদীতে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের।মৃতের নাম অমিত সাহানি(১৮)।শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।ঘটনা দুর্ঘটনা নয়, ছয় বন্ধুর বিরুদ্ধে যুবককে হত্যার অভিযোগ তুললো মৃতের পরিবার। জানা গিয়েছে, রবিবার অমিত সাহানি তাঁর ৬ বন্ধুর সঙ্গে পিকনিক করতে গুলমায় যায়।সেখানে তারা মদ্যপানও করে।এরপর অমিত ও তাঁর বন্ধুরা মিলে নদীতে স্নান করতে নামে।সেইসময় তাদের মধ্যে একজন ডুবে যেতে থাকলে অমিত তাকে বাঁচাতে গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।সেখানে বন্ধু রাজকে বাঁচাতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে জলে ডুবে যায় অমিত।এরপর বাকি বন্ধুরা অমিতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে গতকালের এই ঘটনা কোন দুর্ঘটনা নয়, অমিতকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবার।অমিতের ছয় বন্ধুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে তাঁর পরিবার।আজ ছয় বন্ধুকে নিয়ে ঘটনাস্থলেও যায় তারা।কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা জানতে চান তারা। মৃতের বাবা নারায়ণ সাহানী বলেন, রবিবার ছেলে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গুলমায় গিয়েছিল।সন্ধ্যে নাগাদ ছেলের মৃত্যুর খবর পাই।ছেলের বন্ধুরা জানায় নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে অমিতের।তাঁর অভিযোগ, ছেলের মৃত্যু কোন দুর্ঘটনা নয়।ছেলেই বন্ধুরাই তাকে জলে ডুবিয়ে তাঁর হত্যা করেছে।এই নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান তিনি। এদিকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

যুব কংগ্রেস কর্মীরা গান্ধীর ছবি নিয়ে এসে হাসপাতালে গান্ধীবাদী আন্দোলনে সামিল হলেন

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেস নেতৃত্বর বিরুদ্ধে হাসপাতাল কতৃপক্ষ মামলা দায়ের করায় এবার যুব কংগ্রেস কর্মীরা গান্ধীর ছবি নিয়ে এসে হাসপাতালে গান্ধীবাদী আন্দোলনে সামিল হলেন।এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা সুপার পরিতোষ মন্ডলকে গেট ওয়েল সুন কার্ড ও ফুলের তোড়া দিয়ে সুস্থতা কামনা করেন যুব কংগ্রেস কর্মীরা।তার বলেন অনৈতিক ভাবে রোগীকল্যান সমিতির চেয়ারম্যান ও সুপার তাদের নেতৃত্বর বিরুদ্ধে এফ আই আর করেছে।তাদের মানসিক সুস্থতা না থাকার জন্য এটা করেছেন।এর আগে হাসপাতালে আয়া মাসি দের কাজে পুনর্বহাল এর দাবি নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব সুপারকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিল। পরবর্তীতে হাসপাতাল কতৃপক্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। যুব কংগ্রেস সভানেত্রী সানিয়া বর্ধন বলেন উনারা অসুস্থ।তাই উনাদের সুস্থতা কামনা করে ফুল ও গেট ওয়েল সুন কার্ড দিলাম।গান্ধীর নীতিকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি।তাই গান্ধীজির নীতিকে ধরেই এই কর্মসূচি।

মুন্সী প্রেমচাঁদ এর ১৪৩ তম জন্মদিন পালন করা হয় শিলিগুড়ি পুরনিগম এর পক্ষ থেকে

শিলিগুড়ি ঃ পুরনিগমের উদ্দ্যোগে যথা যোগ্যতার সাথে কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা ও রামভোজন মাহাতোর উপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার মুন্সী প্রেমচাঁদের ১৪৩ তম জন্মদিন পালন করেন।প্রথমে ফুল দিয়ে সন্মান জানানো হয়।এরপর ডেপুটি মেয়র মুন্সী প্রেমচাঁদের জীবণ আর্দশ কে বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেন ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

রাজ্যে ভয়াবহ রূপ ধারন জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগের, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ৬ জন ব্যক্তি

প্রচন্ড জ্বর, শরীর ব্যথা এবং আবোল তাবোল কথা বলা এই রোগের মূল লক্ষণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ করোনা মহামারীর সেই ভয়াবহ দিনগুলো কথা ভুলতে পারা না গেলেও সময় সময়ে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ এবং প্রাদুর্ভাব সাধারণ মানুষকে সচরাচর অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগ। গত কিছুদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে জাপানিস এনকেফেলাইটিস। ইতিমধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ছয় জন ব্যক্তি। তবে এ রোগের মোকাবেলার ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রতিটি চিকিৎসালয় এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। তিনি বলেন জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা এবং সজাগতা মূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

উল্লেখ্য গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৬ জন ব্যক্তি ভর্তি হয়েছিলেন। এরমধ্যে পাঁচ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। তাছাড়া একজন ব্যক্তি বর্তমান কোমাতে রয়েছেন। একই সঙ্গে এই রোগে আক্রান্ত বিভিন্ন রোগীদের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে চারজন ব্যক্তিকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি একজন ব্যক্তি স্বইচ্ছায় চলে যাওয়ার পর বর্তমান গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে ১৬ জন ব্যক্তি জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানিয়েছেন এই চিকিৎসালয়ের সুপারিনটেডেন্ট ডঃ অভিজিৎ শর্মা। তাছাড়া এরই মধ্যে বঙ্গাইগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ে জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে এক যুবতীর মৃত্যু হয়েছে। দুইজন ব্যক্তি বর্তমান সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে।

তবে এই ভয়াবহ জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগের লক্ষণ কি? এই রোগের লক্ষণ দেখা গেলে কি করতে হবে? এই প্রশ্নের জবাবে চিকিৎসক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন এই রোগে আক্রান্ত হলে ভীষণ জ্বর হবে। সঙ্গে থাকবে প্রচন্ড মাথার ব্যথা। সারা শরীরে ব্যাথা থাকবে। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হলে সেই ব্যক্তি আবোল তাবোল বকা শুরু করবেন। ফলে এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করেছে। বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের বাড়ির চৌপাশে বিশেষ করে গাছপালা বেশি থাকা স্থানে ওষুধযুক্ত ধোঁয়া দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া এই রোগ ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এলাকায় ওষুধযুক্ত মশারি বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের রক্তের নমুনা নিয়ে এসে সেটা পরীক্ষা করার কাজে লিপ্ত রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। একই সঙ্গে এই রোগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যাপকভাবে সচেতনতা এবং সজাগতা সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। তাছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা এই ভয়াবহ রোগকে কেন্দ্র করে নিজেদের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে রেখেছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত জানিয়েছেন জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগে সারা রাজ্য জুড়ে ২৯৪ জন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ৯ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যু বা ব্যক্তিদের কয়েকজন অন্যান্য রোগেও আক্রান্ত ছিলেন। তিনি বলেন এই রোগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগ যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে।

তাছাড়া রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে এই রোগের জন্য আলাদা করে বিছানার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেছেন প্রতিটি চিকিৎসালয় জাপানিস এনকেফেলাইটিস রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া রোগীর জন্য আইসিইউর ব্যবস্থা রয়েছে। এই রোগের ক্ষেত্রে সব ধরনের সতর্কতা মূলক ব্যবস্থার গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সাধারণ জনতাকে এক্ষেত্রে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বহুমুখী প্রতিভার শিল্পী ভাগ্যধর সহিস শিল্পের আকাশে জ্বলে উঠতে প্রস্তুত

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ একজন মানুষ যদি দৃঢ়তা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কঠোর পরিশ্রমের পথে চলার ক্ষমতা রাখে, তাহলে সে অবশ্যই সাফল্যের গন্তব্যে পৌঁছাবে। দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রমের কারণে, জামশেদপুরের বীরসানগর জোন নং ১-এর বাসিন্দা ভাগ্যধর সহিস এমনই একজন বহুমুখী গীতিকার, সঙ্গীত রচয়িতা, সঙ্গীত শিক্ষক, অভিনেতা এবং হারমোনিয়াম, গিটার, তবলা, ঢোলক, পিয়ানো ইত্যাদির মতো যন্ত্রের দক্ষ বাদক। মহান কবি রামধারী সিং দিনকরের কবিতা 'বাটিকা ও বন এক নয়, আরাম ও যুদ্ধ এক নয়। বৃষ্টি, অন্ধকার, তাপ অবারিত, মানুষের সম্পদ বিপুল। বনে প্রসুন ফুটে, বাগানে শাল পাওয়া যায় না। যারা লাক্ষা গৃহে জ্বলে, তারাই কেবল সাহসী হয়।' এমন বক্তব্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এবং কঠোর পরিশ্রমের পথ অনুসরণ করে ভাগ্যধর এখানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। মহান সুরকার আর ডি বর্মণ, এ আর রহমান, আন্নু মল্লিক, জিৎ গাঙ্গুলি এবং অমল মল্লিককে তাঁর অনুপ্রেরণা এবং আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করে ভাগ্যধর একজন সফল গীতিকার, সুরকার হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছেন। ভাগ্যধরের যৌবনের দোরগোড়ায় সত্যিকারের ভালবাসার ঝিলিক এসে গিয়েছিল, তার বিচ্ছেদও তাকে গীতিকার হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এর পাশাপাশি তার মনের দুঃখ বেদনাও গীতিকার হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণার উৎস। ভাগ্যধর ২০১৪ সালে ভারতের সেরা সঙ্গীত কলেজ, চণ্ডীগড়ের বিন্দুবাসিনী কলেজ অফ মিউজিকের অংশ, পরসুডিহ জামশেদপুর থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন, প্রথম শ্রেণীতে ৯৯ শতাংশের অঙ্ক নিয়ে। ভাগ্যধর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, রাগ গান, সকল প্রকার ভজন, গজল, কাওয়ালী, হিন্দি চলচ্চিত্রের গান, শ্যামা সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, লোকগীতি, পাশ্চাত্য সঙ্গীত ইত্যাদির শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সংগীত শিক্ষক হয়ে গত সাত বছরে ২২ জন শিক্ষার্থীকে সব ধরনের মানসম্পন্ন সঙ্গীত শিখিয়েছেন এবং এখনও নিয়মিত সঙ্গীতপ্রেমীদের তালিম দিচ্ছেন। তিনি জানান, সঙ্গীত শিক্ষা সম্পন্ন করা সকল শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছে। ভাগ্যধর হিন্দি, বাংলা, ভোজপুরি, ওড়িয়া, নাগপুরি এবং ইংরেজি ভাষায় গান লেখেন, গান এবং সুর দেন। শিল্প ও সঙ্গীতপ্রেমীদের একটি বার্তা দিয়ে, ভাগ্যধর বলেছেন যে 'সঙ্গীত মহাবিশ্বে আত্মা দেয়, মনকে ডানা দেয়, প্রতিটি পথে মানুষের কল্পনা এবং জীবনকে উড়ান দেয়'।

স্কুল বাসের ক্ষেত্রে কঠোর পরিবহন বিভাগ

গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যজুড়ে স্কুল বাস চলাচলের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ নজর রাখার সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নীতি নিয়ম বহির্ভূতভাবে একাংশ স্কুল বাস চলাচলের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে। স্কুল বাসের চালকরা বহুদিন ধরে নিজেদের মন মর্জিভাবে বাস চালাচ্ছেন বলেও বহু অভিভাবকরা মন্তব্য করেছেন। ফলে এবার স্কুল বাসের ক্ষেত্রে কঠোর হতে চলেছে পরিবহন বিভাগ। স্কুল বাসের ক্ষেত্রে গুয়াহাটি হাইকোর্টের নীতি নির্দেশ মেনে যাতে স্কুল বাস চলাচল করে সেই সংক্রান্তে পরিবহন বিভাগ এবার গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছে। এক্ষেত্রে স্কুল বাসের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্ধারিত নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত স্কুল বাসের বিরুদ্ধে অহরহ নানা ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়। বেপরোয়া বাস চালানো, নিয়ম না মেনে যেখানে সেখানে বাস দাঁড় করিয়ে দেওয়া, অযথা যানজট সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে স্কুল বাসের ক্ষেত্রে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুল বাসের চালক তথা হেন্ডিম্যান থেকে নানা ধরনের যৌন হেনস্তার শিকার হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রীদের ভয় দেখিয়ে কিংবা প্রলোভন দিয়ে একাংশ স্কুল বাসের চালক তথা হেন্ডিম্যানের বিরুদ্ধে নানা সময়ে যৌন অতিশয্যা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে গুয়াহাটি হাইকোর্ট স্কুল বাসের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতি নির্দেশনা জারি করেছে। ফলে এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে স্কুল বাসের ক্ষেত্রে কঠোর হতে চলেছে রাজ্যের পরিবহন বিভাগ।

গুয়াহাটি মহানগরের ছয়মাইল এলাকায় শুক্রবার স্কুল বাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে পরিবহন বিভাগ। এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কামরূপ মহানগর পরিবহন বিভাগের অফিসার হিমাংশু দাস। তিনি বলেন স্কুল বাসের ক্ষেত্রে গুয়াহাটি হাইকোর্টের বেধে দেওয়া নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে হবে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে স্কুল বাস চলাচল বন্ধ করতে হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। পরিবহন বিভাগের অফিসার হিমাংশু দাস জানান প্রতিটি স্কুল বাসে সিসিটিভি থাকা বাধ্যতামূলক। তবে সেই সিসিটিভির মাধ্যমে শুধুমাত্র রেকর্ডিং করলে চলবে না বরং স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সেটা সরাসরি লাইভ মনিটরিং করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া প্রতিটি স্কুল বাসে একজন করে মহিলা অ্যাটেনডেঃট থাকা আবশ্যক। স্কুল বাসে প্রথম ছাত্রের থেকে শেষ জন ছাত্র থাকা পর্যন্ত সময় সেই মহিলা এটেনডেঃটের বাসে থাকা বাধ্যতামূল। তাছাড়া অন্যান্য নিয়মগুলো একইভাবে পালন করতে হবে। বাসচালক কোনোভাবেই নেশা করে স্কুল বাস চালাতে পারবেন না বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরে পরিবহন বিভাগ স্কুল বাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেও অতিশীঘ্র সারা রাজ্য জুড়ে একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় স্কুলবাসের ক্ষেত্রে নীতি নিয়ম পালন করা বাদ্যযন্ত্রমূলক হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের পরিবহন বিভাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে বলে বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে। মূলত ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এবং অভিভাবকদের নানা অভিযোগের সুরাহা করা স্বার্থে পরিমাণ বিভাগ এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

রাজ্য বিজেপির নবনিযুক্তি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজুর অসমে পদার্পণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিজেপি অসম প্রদেশের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার পর সর্বপ্রথম রাজ্যে এলেন দলীয় নেতা রবীন্দ্র রাজু। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর অত্যন্ত পছন্দের তালিকায় নাম সন্নিবিষ্ট থাকা রবীন্দ্র রাজু অসমে এসে দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বিজেপির সাংগঠনিক বিভিন্ন পদের রদবদলের করা হয়েছে। রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফনিন্দ্র নাথ শর্মার স্থানে নিযুক্তি পাওয়া দলীয় নেতা রবীন্দ্র রাজু অবশেষে অসমে পা রেখেছেন। শুক্রবার তিনটা নাগাদ মহানগরের গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার পরে সেখান থেকে সরাসরি বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে এসে উপস্থিত হন নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজু। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা তাকে স্বাগত জানান। এরপর দলীয় মুখ্য কার্যালয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত এবং মত বিনিময়ে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজু। এদিন রাজ্য বিজেপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ দলের প্রতি জন পদাধিকারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাজ্য বিজেপির বিদায়ী সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা হরিয়ানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফনিন্দ্র নাথ শর্মাও এদিনের মত বিনিময়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য শনিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার সভাপতিত্বে সর্বপ্রথম বার তামোলপুরে অনুষ্ঠেয় দলের পদাধিকারীদের আলোচনা সভা আয়োজন হতে চলেছে। এই সভায় নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজু, প্রাক্তন সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফনিন্দ্র নাথ শর্মা, অসমের প্রভারী বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা এবং নবনিযুক্ত জাতীয় সম্পাদক কামাখ্যা প্রসাদ তাসা পাশাপাশি রাজ্যের পদাধিকারীরা উপস্থিত থাকবেন। উক্ত সভায় দলের বিগত সময়ের সাংগঠনিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি দলের আগামী দিনের রণকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

তামুলপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের আলোচনা সভা

নবনিযুক্তি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক জি আর রবীন্দ্র রাজুর অংশগ্রহণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তামুলপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের আলোচনা সভা। তামুলপুর জেলার মাতংগাফুরি পার্কে সভাপতি ভবেশ কলিতার সভাপতিত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশ রাজ্য কমিটির পদাধিকারীদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক জি আর রবীন্দ্র রাজু সহ বিদায়ী সাংগঠনিক সম্পাদক তথা হারিয়ানা প্রদেশের নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সম্পাদক ফনিন্দ্র নাথ শর্মা, সর্বভারতীয় বিজেপির নবনিযুক্ত সম্পাদক কামাখ্যা প্রসাদ তাসা অংশগ্রহণ করেছেন।

ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক ভিত্তি অধিক শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তথা রংবেরল নির্ধারণের লক্ষ্যে শনিবার তামুলপুর জেলার মাতংগাফুরি পার্কে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে বিজেপির রাজ্য কমিটির নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক জি আর রবীন্দ্র রাজু দলীয় কার্যকর্তাদের মার্গ দর্শন করানোর পাশাপাশি দলকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতে নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে নানা ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দলীয় কর্মকর্তাদের সক্রিয় হওয়ার পাশাপাশি দলকে সর্বস্তরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়েছেন নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক জি আর রবীন্দ্র রাজু। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন দলের সাংগঠনিক শক্তি সক্রিয়তার জন্য প্রত্যেক মাসে রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই ধারা অব্যাহত রেখে এদিনের সভায় আসন্ন কার্যসূচি সম্পর্কে বিশেষ করে লোকসভা বিস্তারক যোজনা, হর ঘর তিরঙ্গা কার্যক্রম, দেশ বিভাজন দিবস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে কলিয়াবর, নগাঁও এবং বরপেটা লোকসভা নিজের দখলে আনার জন্য বিজেপি পৃথক রণনীতি প্রস্তুত করবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। আগন্তুক ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মিত্র জোট অসমে ১২ টির অধিক আসন দখল করবে। কোন অবস্থাতেই বিজেপি মিত্র জোট ১২ টি আসনের নিচে নামবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা। মূলত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য বিজয়ী করা স্বার্থে ইতিমধ্যে বিজেপির সাংগঠনিক বিভিন্ন পদের রদবদলের করা হয়েছে। একদিকে যেমন রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফনিন্দ্র নাথ শর্মাকে হারিয়ানাতে বদলি করা হয়েছে। একইভাবে সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদকের পদ থেকেও দিলীপ শইকীয়াকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে রদবদলের পর এদিন তামুলপুর জেলার মাতংগাফুরি পার্কে রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা তথা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে জাতীয় সহ প্রভারি পবন শর্মা, রাজ্য বিজেপির মহিলা প্রদেশ কমিটির সভানেত্রী তথা প্রাক্তন বিধায়িকা আঙ্গুরলতা ডেকা, দলের প্রতিজন সাধারণ সম্পাদক, উপসভাপতি, সম্পাদক, প্রতিটি মোর্চার সভাপতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষই নিজেদের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। একদিকে বিরোধী পক্ষের ২৬ টি রাজনৈতিক দল মিলে ইন্ডিয়া নামে নতুন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করেছে। একইভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ মিত্র জোটের প্রত্যেক দলকে একত্রিত করা হয়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বয়ং এই মিত্র জোটের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছেন। তাছাড়া বিজেপির আভ্যন্তরীন সাংগঠনিক পদের রদবদল করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে রাজ্য বিজেপির নতুন সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপি নেতা জি আর রবীন্দ্র রাজুকে। তাছাড়া সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদকের পদে নতুনভাবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা। মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে গেরুয়া দলটি। তবে জাতীয় পর্যায়ে তৎপর থাকা দলের রাজ্য কমিটিগুলো এবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরই অংশ হিসেবে এদিন তামুলপুর জেলার মাতংগাফুরি পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্য বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের আলোচনা সভা।

নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পূর্ণ না করলে সরকারি কর্মচারীদের বেতন থেকে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে কর্তন করা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

পমুয়া মুসলমানকে অসমে এনে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে সংস্থাপিত করেছিলে সৈয়দ সাদুল্লা সরকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার সরকারি কর্মচারীদের সাবধান হওয়ার সময় এসে গেছে। উৎকোচ নেওয়ার আশায় সরকারি কাজ আটকে রাখলে কিংবা দেরি করলে এর বিনিময়ে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে হারাতে হতে পারে সরকারি কর্মচারীদের। এমনটি সতর্কবার্তা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন নির্দিষ্ট সময় শেষ হতে হবে সরকারি কাজ। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পূর্ণ না করলে সরকারি কর্মচারীদের বেতন থেকে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে কর্তন করা হবে। একাংশ কর্মচারী সরকারকে ব্যবসাতে পরিণত করেছে বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত সরকারি কর্মচারীদের সততা, নিয়মানুবর্তিতা এবং দক্ষতা এই তিনগুণ থাকা অত্যন্ত প্রযোজনে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

লোক কল্যাণ দিবস উপলক্ষে গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সংক্রান্তে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সাধারণ জনতার কাজ সময়মতো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দায়িত্ববান হতে হবে কর্মচারীদের। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিজন কর্মচারীকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ না করলে সরকারি কর্মচারীদের বেতন থেকে প্রতিদিন ১০০ টাকা করে কর্তন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে অতিশীঘ্র রাজ্যে লোকসভা অধিকার আযোগ প্রবর্তন করা হবে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সাধারণ মানুষ যদি জেলা শাসকের কার্যালয়ে এনওসি সার্টিফিকেট, পিআরসি সার্টিফিকেট চান, পেনশন চান, জিপিএফ চান এবং সেটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পান তাহলে সেই ভুক্তভোগীকে মন্ত্রী বিধায়কের দরজায় দরজায় ঘুরে ফিরতে হয়। এবার এই ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা নিজেদের কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানে না গিয়ে সরাসরি রাইট টু পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যাবেন। ভুক্তভোগী থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর রাইট টু পাবলিক সার্ভিস কমিশন সরকারি কর্মচারীদের নোটিশ জারি করবে। এই কমিশন সরকারি কর্মচারীদের নোটিশ জারি করে জিজ্ঞেস করবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেন এই ব্যক্তির কাজ সম্পূর্ণ করে দেওয়া হলো না। যখন কমিশন নিশ্চিত হবে যে সরকারি কর্মচারীর অবহেলার জন্য সেই ব্যক্তির এই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, তখন প্রতিদিন বিলম্ব করার জন্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন থেকে ১০০ টাকা করে কাটার নির্দেশ দেবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন একাংশ সরকারি কর্মচারী সরকারকে ব্যবসায় রূপান্তরিত করেছেন। মূলত সরকারি কর্মচারীদের একটি জেনারেশন বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদান করেছে। কিন্তু কর্মচারীদের মাঝখানে একটি এমন জেনারেশন এসেছে যে সরকারকে একটি ব্যবসায়ে পরিণত করেছে। অর্থাৎ যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে এই জেনারেশনের সরকারি কর্মচারীরা এটা ভেবে নিলেন যে বিনামূল্যে তারা কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন কিংবা কাজ করবেন। দুর্নীতির মাধ্যমে সাধারণ জনতাকে কর সংগ্রহ করার এক বিকল্প রাস্তা খুঁজে নিলেন এই জেনারেশনের সরকারি কর্মচারীরা। কিন্তু সেই কর সরকারে তহবিলে জমা হয় না বরং সেটা ব্যক্তিগত তহবিলে চলে যায়। তবে বর্তমান সেই দিন আর নেই। সময় পরিবর্তন হয়েছে। এক উদাহরণ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন শ্রম বিভাগের ৪ থেকে ৫ হাজার আবেদন মাত্র দু মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। তিনি জানান শ্রম বিভাগ ৪ থেকে ৫ হাজার আবেদন জমা পড়েছিল, নিষ্পত্তি হয়নি। এরপর তিনি রাজ্যের শ্রম কমিশনার অনামিকা তিওয়ারি এবং কল্যাণ চক্রবর্তীকে বলেছিলেন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে লাগবে। এরপর মাত্র দু মাসের মধ্যে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান কেউ যদি শ্রম বিভাগকে যায় তাহলে দেখতে পারবেন যে একটিও আবেদন পেন্ডিং নেই। প্রতিটি আবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হচ্ছে। পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। এই পরিবর্তন করেছেন সরকারি কর্মচারী, মুখ্যমন্ত্রী করেননি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীদের সততা, নিয়মানুবর্তিতা এবং দক্ষতা এই তিনগুণ থাকা প্রযোজন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যে বর্তমান সরকারি কর্মচারীদের হাত উঠানোর প্রতিযোগিতা চলছে। এটা ঠিক নয়। গত দুই বছরে দুর্নীতিগ্রস্ত ১২০-২৫ জন কর্মচারীর হাত উঠানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি কর্মচারী অফিসারের পরিবারের বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন তিনি বলেন তাদের পরিবারের বিষয় জানতে গেলে দেখা যাবে প্রতি জন ব্যক্তি দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন। তাদের মা বাবা সৎভাবে নিজেদের গ্রামে কাজ করে যাওয়া এক এক জন সুনাগরিক ছিলেন। ফলে নতুন করে চাকরি পাওয়া যুবক যুবতীরা যেন নিজেদের মা বাবার ফটো কাজ করার স্থানে রেখে দেবেন। এই ফটো তাদের সাহস দেবে খারাপ কাজ না করার জন্য। কারণ পাশের দু একজন হয়তো বলবে এইসব কাজ করা কোনো ব্যাপার না। ভালো হয়ে থেকে কি লাভ হবে। কিন্তু সেই নতুন নিযুক্তিপ্রাপ্ত যুবক যুবতী সৎ সাহস নিয়ে নিজের স্থানে অটল থাকতে হবে। নিজের মা বাবাকে সামনে রেখে সেই সাহস আনতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাজ্যের প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ভারতরত্ন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈর ৭৩ সংখ্যক মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত লোক কল্যাণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেন রাজ্যে একই দিনে ছয় লক্ষ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অধীনে ঘর প্রদান করা হবে। তাছাড়া আগামী ২৮ আগস্ট গুয়াহাটি মহানগরে নির্মীয়মান মালিগাঁও ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করা হবে। অন্যদিকে তিনি জানান সৈয়দ সাদুল্লা সরকারের আগের সরকার ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিপুত্র জমিহীনদের সংস্থাপন দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে পমুয়া মুসলমানকে অসমে এনে সংস্থাপিত করেছিল। শুধুমাত্র নগাঁও জেলাতে ২ লক্ষ বিঘা জমি এবং বনভূমিতে পমুয়া মুসলমানদের সংস্থাপিত করা পরিকল্পনা করেছিল। এরপর সৈয়দ সাদুল্লা সরকার ক্ষমতায় এসে এই প্রকল্পকে অধিক গুরুত্ব এবং বৃদ্ধি করে গ্রো মোর মোর ফুড প্রোগ্রাম প্রকল্পের নামে নামাঙ্কিত করে পুনরায় পমুয়া মুসলমানদের নগাঁও, দরং এবং কামরূপে সংরক্ষিত জমি এবং বনভূমিতে সংস্থাপন করার প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত করেছিল। কিন্তু লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ বিধানসভায় সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন বলে জানান তিনি। তাছাড়া গোপীনাথ বরদলৈ সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে পমুয়া মুসলমানদের উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সম্পাদকীয়

বৈবাহিক সম্পর্কে এতো ফাটল ধরার কারণ কী

সমাজ গঠনের ভিত্তি হলো পরিবার। আর পরিবার গঠনের মূল একক নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক। আবহমানকাল ধরেই নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। এ ধারা অব্যাহত আছে বলেই সমাজ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। তাই বিয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে সবার কাছে সমাদৃত। পরিবার যখন ভেঙে যায়, তখন মূলত সমাজই ভেঙে যায়। কালের পরিবর্তনে সমাজব্যবস্থা আজ আগের মতো নেই। আগে বৈবাহিক সম্পর্কগুলো খুবই দৃঢ় অবস্থানে থাকলেও বর্তমানে তা ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। দিন দিন বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা আমাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ সালের তালাকের স্থূল হার বেড়ে প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৪ হয়েছে। ২০২১ সালে এই হার ছিল প্রতি হাজারে ০ দশমিক ৭। শহরের তুলনায় গ্রাম এলাকায় এই বিবাহবিচ্ছেদের হার বেড়েছে, যা খুবই আশঙ্কাজনক। বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা

রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি। নানা মানুষের নানা মত থাকলেও প্রথাগত সমাজ নারীকে ও নারীর ক্ষমতায়নকেই এই সমস্যার মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করে। তাঁরা মনে করেন, নারী শিক্ষিত হলে, কর্মজীবী হলে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা বেড়ে যায়। নারীর আত্মনির্ভরতাই বিবাহবিচ্ছেদের প্রধান কারণ হিসেবে দাঁড় করান তাঁরা। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ঘটনাগুলো তাঁরা স্বীকার করতে চান না। যৌতুকসহ নানা বিষয়ে নারীর ওপর নির্যাতনের কথা একপ্রকার মাটির নিচেই চাপা পড়ে থাকে। আগে নারীর ওপর নির্যাতন করা হলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হতো শিক্ষা ও যোগ্যতার অভাবে, কিন্তু সময় এখন বদলেছে। নারী দিন দিন শিক্ষিত হচ্ছেন, যোগ্য করে গড়ে তুলছেন নিজেকে। নিজেকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার ফলে এখন তিনি আর পুরুষের নির্যাতন সইতে বাধ্য নন। নারীর প্রতি নির্যাতনের পদক্ষেপ সে নিতে প্রস্তুত থাকে এবং নিচ্ছে। তবে দিন দিন কেন এত বিবাহবিচ্ছেদ? তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতার পতন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক চাপের পাশাপাশি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের জায়গা আজ ঠুনকো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ক্ষমার সদিচ্ছা নেই বললেই চলে। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন নাটক-সিনেমায় চোখধাঁধানো কৃত্রিম সম্পর্ক দেখে নিজের বাস্তব জীবনে তা খুঁজে না পাওয়ার ঘটনাও বৈবাহিক সম্পর্কে ফাটল ধরার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। বিবাহবিচ্ছেদ বেড়ে চলার অন্যতম কারণ হচ্ছে, 'সমাজে সহিষ্ণুতা কমছে। নগরজীবনের চাপ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, সঙ্গীর পছন্দ-অপছন্দ, জৈবিক চাহিদা পূরণ না হওয়া ইত্যাদি বিষয় দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলছে। নারীরা সংসারে নিজের মর্যাদা না পেয়ে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।' তা ছাড়া বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কও দিন দিন বেড়েই চলছে। একজন পুরুষ গোপনে অন্য নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। তেমনিভাবে নারীও সম্পর্ক গড়ছেন অন্য পুরুষদের সঙ্গে। অনলাইনের যুগে এ অবস্থা জলের মতো সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, যে সমাজে হাজারটা সম্পর্কে অনায়াসে বিচ্ছেদ ঘটে, আবার সে সমাজেই একই ছাদের নিচে মানুষ একসঙ্গে কাটায় আজীবন। এটা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাঁরা বৈবাহিক সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কের যত্ন নেন। ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সঠিক কর্মচেষ্টা অবলম্বন করে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখেন। তাই আমাদের সবার এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। আদর্শ সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করতে হবে।

ইমরান খানের গ্রেপ্তারে পিটিআই ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে প্রভাব পড়বে

আহমেদ ইজাজ
প্রাবন্ধিক

তেহরিক-ই-ইনসাফের চেয়ারম্যান ইমরান খানকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়ার পর পরই লাহোরে জামান পার্কে তার বাসভবন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যদিও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের এ সিদ্ধান্ত আকস্মিক বা অভূতপূর্ব ছিল না, কারণ চলতি বছরের নয়ই মের পর আবারো তাকে যে কোনও সময় গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছিল।

ইমরান খান নিজেও বারবার বলেছেন, তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং তিনি সেজন্য প্রস্তুতও।

তবে দায়রা জজ আদালতের সিদ্ধান্তের পর ইমরান খানের তাৎক্ষণিক গ্রেপ্তারের খবর নিশ্চিতভাবেই অনেককে অবাক করেছে।

আদালতের সিদ্ধান্ত এবং গ্রেপ্তার একই সঙ্গে হয়েছে মনে হলেও তাকে গ্রেপ্তারের পর দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

কিন্তু এরপর কী হবে?

ইমরান খানের গ্রেপ্তার তার রাজনীতি ও দলের ভবিষ্যতে কী প্রভাব ফেলবে? এই গ্রেপ্তারে পিডিএম পার্টি অর্থাৎ পাকিস্তানের গণতন্ত্রপন্থী ৩২টি দলের জোটের কী লাভ হবে? জোটভূক্ত দলগুলো কি পিটিআইয়ের ভোটার এবং সমর্থকদের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবে?

সেই সঙ্গে ইমরান খানের গ্রেপ্তারে কি রাষ্ট্রযন্ত্রের দিকে আঙুল ওঠার সম্ভাবনা আছে?

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মেয়াদ শেষ হতে আর কিছুদিন বাকি, ফলে এর মধ্যেই সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

আদালতের রায়ের পর ইমরান খানের আকস্মিক ও তাৎক্ষণিক গ্রেপ্তারে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক রাসূল বখশ রাইস।

মনে হচ্ছে গ্রেপ্তার আগে হয়েছে, রায় পরে এসেছে। অর্থাৎ খুবই তাড়াহুড়ো করা হয়েছে।'

ইমরান খানের গ্রেপ্তারকে রাসূল বখশ রইস 'তামাশা' বলে অভিহিত করেছেন।

সিনিয়র সাংবাদিক ও বিশ্লেষক সালমান ঘানি পাকিস্তানের ভেতরে ঘটা ঘটনাগুলোকে একটি বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করেন, যা 'যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানেই শেষ হচ্ছে।'

তিনি মনে করেন, ইমরান খানের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, সেটা হচ্ছে তিনি এই রাজনৈতিক আচরণ এবং পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের ফল দেশটির রাজনীতিবিদদের ভোগ করতে হবে বলে মনে করেন মি. ঘানি।

এই গ্রেপ্তার ইমরান খানের ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে? এ প্রশ্নের জবাবে রাসূল বখশ রাইস বলেন, আজকের গ্রেপ্তারে ইমরান খানের জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে।

তারা (পিটিআই) আরও শক্তিশালী হবে এবং ভোটাররা তাদের সাথে আরও সম্পৃক্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে ভিন্ন মত সালমান ঘানির। তিনি বলছেন, মাত্র দুদিন আগে ইমরান খান এক সাক্ষাৎকারে তার বিরোধী রাজনীতিকদের 'চোর-ডাকাত' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

এখন আদালতের রায়ের পর তিনি নিজে একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিচারিকভাবে তাকে 'অযোগ্য' ঘোষণা করা হয়েছে।' তিনি বলছেন, এখন আর ইমরান খান দলের নেতৃত্ব দিতে পারবেন না।

যদিও পাকিস্তানে এর আগেও প্রধানমন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আগামীতে এর ফলে ইমরান খানের রাজনীতির পরিধি আরও সঙ্কুচিত হবে বলে মনে করেন জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক জাইঘাম খান।

তিনি বলেছেন, ইমরান খান এবং পিটিআই অতীতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতো একই আইনি জটিলতায় পড়েছে।

ইমরান খান নিজেও এর আগে অন্য রাজনৈতিক দলকে আইনের ফাঁদে ফেলেছেন। এখন সেই একই বিষয় ঘুরে ফিরে আবার তাদের কাছে ফিরে এসেছে।

তিনি মনে করেন, দেশটিতে যখন নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে, তখন রাজনীতিতে পিটিআইয়ের জন্য পরিস্থিতি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

ইমরান খানের গ্রেপ্তারের পর এবার তার দলের কর্মীদের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এর আগে নয়ই মেতে যখন ইসলামাবাদের হাইকোর্ট চত্বর থেকে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, পিটিআই কর্মী ও সমর্থকেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন।

তার দুইদিন পর সুপ্রিমকোর্টে মি. খানের গ্রেপ্তার 'বেআইনি' ঘোষণার আগ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ কর্মী-সমর্থকেরা লাহোর ক্যান্টনমেন্টসহ বেশ কয়েকটি সামরিক স্থাপনা এবং বেসামরিক বহু স্থাপনায় ভাঙচুর চালায় এবং সড়কে টানা বিক্ষোভ করে।

ওই ঘটনার প্রায় তিনমাস পর মি. খান যখন দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হলেন, তার গ্রেপ্তার কিংবা গ্রেপ্তার পরবর্তী কর্মী-সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া দুটোর কোনটাই আগেরবারের মত হয়নি।

যদিও এবারেও তিনি গ্রেপ্তারের আগে রেকর্ড করা এক বক্তব্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, 'কেউ ঘরে বসে থাকবেন না', কিন্তু পিটিআই নেতৃবৃন্দ সবাইকে 'শান্ত থাকার' এবং আইন 'নিজের হাতে তুলে না নেয়ার' আহ্বান জানিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যতদিন ইমরান খান জেলে থাকবেন শাহ মাহমুদ কুরেশী কি দলের নেতৃত্ব দেবেন? আর ইমরানের অনুপস্থিতিতে তার দল কি জনগণ ও পিটিআই সমর্থকদের সমর্থন পাবে?

হয়ত সামের দিনে এই দুইটি প্রশ্নই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষক আমির জিয়া মনে করেন যে, দেখতে হবে সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান সিদ্ধান্তের পর মি খানের ওপর ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি কমে আসে কি না। তবে যদি না কমে তাহলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে বলে তার আশংকা।

তবে, পাকিস্তানের মানুষ এখন আর রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করবে না বলে আমির জিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, ইমরান খানের গ্রেপ্তারে জনগণ ক্ষুব্ধ হবে ও কষ্ট পাবে, তবে তারা প্রতিবাদ করতে রাজপথে নামবে না। এর একটি বড় কারণ পিটিআই-এর সাংগঠনিক কাঠামোর ভাঙন।

ইমরান খান এমন এক সময়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন যখন পাকিস্তানে নির্বাচন আসন্ন। সরকারের দেয়া বিবৃতিতে এটা স্পষ্ট যে মেয়াদের আগেই অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেয়া হবে। পরের ৯০ দিনের মধ্যে যদি নির্বাচন হয় এবং ইমরান খানও গ্রেপ্তার থাকেন, তাহলে নির্বাচনে পিটিআইয়ের ভূমিকা কী হবে?

আর তাতে গণতন্ত্রপন্থী দলগুলোর জোট পিডিএমের রাজনীতি কীভাবে লাভবান হতে পারে?

বিশ্লেষক রাসূল বখশ রাইস এ ধরনের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, যেভাবে নির্বাচন হচ্ছে, তা কোন নির্বাচন না। এর মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দল ভাঙা হচ্ছে, এবং প্রার্থীদের হয়রানি করা হচ্ছে।

এদিকে, আরেক বিশ্লেষক জাইঘাম খান বলছেন, পাকিস্তানে কোন রাজনৈতিক দলের প্রধান ও তার পরিবারের সবসময় গুরুত্ব পায়। যদি দলের প্রধান না থাকে তবে তার দল সমস্যায় পড়ে সব সময়।

দেশটিতে অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তান মুসলিম লীগ বা পিএমএল-এন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতৃত্ব যখন দেশটির বাইরে ছিল, তখন তাদের পরিবারের সদস্যদের দিয়ে একটি বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যার প্রতি দলের কর্মীরা আস্থা প্রকাশ করেছিল এবং তাকে তাদের নেতার বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করেছিল।

অন্যদিকে, আমার কাছে মনে হয় পিটিআইয়ের জন্য অতিরিক্ত অসুবিধা হল যে দলের মধ্যে এমন কোনো নেতা নেই যাকে ইমরান খানের বিকল্প হিসেবে দেখা যেতে পারে বা যার ওপর কর্মীরা আস্থা রাখতে পারেন।

বিশ্লেষক আমির জিয়া মনে করেন, নির্বাচনে ভোটারদের সাড়া দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন হলে ভোটাররা কি পিটিআইয়ের পক্ষে যাবে? যদি পক্ষে না যায় তাহলে কী দাঁড়াবে বিষয়টি?

তিনি মনে করেন, নির্বাচনে ভোটার কম আসবে এবং ভোটের হারও কম থাকবে।

রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা কি প্রশ্নবিদ্ধ হবে?

তোশাখানা মামলায় ইমরান খান গ্রেপ্তার হলেও নয়ই মে-এর ঘটনার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে এই গ্রেপ্তারের অর্থ কী?

এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক রাসূল বখশ রাইস বলেন, ১৩ দলের জোট ও রাষ্ট্রযন্ত্র এই মুহূর্তে একই অবস্থানে আছে। ইমরান খানের সঙ্গে যা হচ্ছে, তা তাদের কারণেই হচ্ছে বলে সবাই মনে করছে। মাওলানা ফজলুর রহমানকেও এতে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে জাইঘাম খান বলেন, নয়ই মের ঘটনার পর রাষ্ট্রযন্ত্রের হাত শক্ত হয়েছে, রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা আরও অনেক গভীর হয়েছে।

সাময়িকী

জ্ঞান,ভক্তি,বিশ্বাস ও ভালোবাসা

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

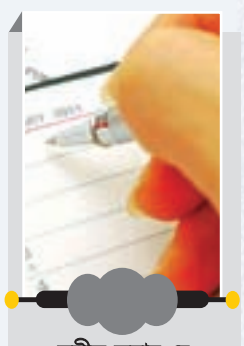

একদিন সকাল সকাল চার বন্ধু যথাক্রমে,,, জ্ঞান,ভক্তি,বিশ্বাস ও ভালোবাসা মিলে ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে।প্রথমেই এক মন্দিরে গেল।সেখানে গিয়ে দেখলো একজন পূজারী পূজার জোগাড় যন্ত্র করছে ন ।চার বন্ধু গিয়ে বলল,,ঠাকুর মশায়,নমস্কার,কিছু প্রসাদ পাব কি।অনেক দিন হল অনাহারে আছি।

পুরোহিত বললেন,, এখনো পুজো হয়নি,ভক্তরা কেউ আসে নি, তাই কেটে পড়ো।হতাশ হয়ে গেল তারা।কিছুদূর যাওয়ার পর এক মসজিদ পেলো।ঢুকে গেলো সেখানে।বললো,,,অনেকদিন খাইনি,কিছু খাবারের ব্যবস্থা হবে কি।একজন মৌলবী বেরিয়ে এসে বলল,,,এখানে ভিক্ষা দেয়া হয় না,তাছাড়া অমুসলিমদের এখানে প্রবেশ নিষেধ,যাও এখান থেকে।খুব দুঃখ পেয়ে আগে চলতে লাগলো।কিছুদূর যাওয়ার পর একটি গীর্জা ঘর পেলো।ঢুকে গিয়ে বললো,,, এখানে কিছু খেতে পাওয়া যাবে নাকি । তাদের আওয়াজ শুনে একজন পাদ্রী এসে বললো,,,এটা কি কোনো হোটেল নাকি,ভাগো এখন থেকে।মনে প্রচন্ড আঘাত পেয়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলো।কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলো একটি গুরুদ্বার।অনেক আশা নিয়ে ঢুকলো সেখানে।হাঁক দিলো,,,আমরা ক্ষুধার্ত, কিছু খেতে দিবেন কি।তাদের কথা শুনে একজন গুরুজী বের হয়ে বললো,,, এখানে গরিবদের খেতে দেওয়া হয়,তোমাদের মতো বেকারদের কে নয়।তাদের মনে যেটুকু আশা ভরসা ছিল,একেবারে শেষ হয়ে গেল।এবার বুঝি অনাহারে মারা যেতে হবে।বেলা দ্বিপ্রহর।কোথায় যায়।আগে চলতে আরম্ভ করলো।পথ আর ফুরোয় না।অবশেষে এক গৃহস্থের বাড়িতে এসে হাজির।বাহির থেকে হাঁক দিলো, মাগো,বড় ক্ষুধায় আছি আমরা,কিছু সেবা টেবা পাবো কি।তাদের কথা শুনে একজন ভদ্র মহিলা মাথায় ঘোমটা নিয়ে বেরিয়ে এলো।তাদের প্রণাম করে বললো,,একটু দাঁড়াও বাবারা,কর্তা কে গিয়ে খবর দি।কর্তা তখন চান করে ঠাকুর পুজো করছিল,পুজো সেরে খাওয়া দাওয়া করবে।গিন্নির কথা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো,ওহো ভাগ্য আমাদের,আজ বাড়িতে চার চার জন অতিথি এসেছেন, অতিথি নারায়ণ,তাদের সেবা করা আমাদের গৃহস্থ ধর্মের প্রধান কর্তব্য ।আপনারা একটু বসুন,আপনাদের সেবার ব্যবস্থা করছি।এই বলে ভিতরে গিয়ে গিন্নীকে থালা সাজাতে বলল।বাড়িতে চারজন লোক,বুড়ো বুড়ি আর দুই ছেলে।বুড়ার নাম জ্ঞান,বুড়ির নাম ভক্তি ও ছেলেদের নাম বিশ্বাস ও ভালোবাসা।তাই চারজনের খাবার তৈরি হয়েছে ।তাদের তৈরি চারজনের খাবার অতিথিদের খাইয়ে দিলো সেই ভক্ত পরিবার আর নিজেরা অভুক্ত রয়ে গেল।এমন সময় আকাশবাণী হলো, ওরে আমি মন্দির,মসজিদ,গীর্জা ও গুরুদ্বারে থাকি না আমি থাকি ভক্তের ঘরে যেখানে জ্ঞান,ভক্তি,বিশ্বাস ও ভালোবাসা থাকে।তারা ভগবানের কথা শুনে ভক্ত পরিবার টিকে আশীর্বাদ করে খুশি মনে বিদায় নিল।সুতরাং এখন ও ধর্ম আছে,ভক্ত আছে,ভগবান ও আছে আর তার সাথে সাথে পৃথিবীতে জ্ঞান,ভক্তি,বিশ্বাস ও ভালোবাসা ও আছে। ধর্ম ও বিজ্ঞান আমাদের জীবনের দুটি ধারা।ধর্ম অন্তর জগৎ কে নিয়ে আছে আর বিজ্ঞান বহির্জগত কে নিয়ে আছে।দুজনের উদ্দেশ্য একই সেইপরম সত্য কে জানা।একজন সাধনা করছে আর একজন অনুসন্ধান করছে।এই সৃষ্টির রহস্য আজ ও কেউ জানতে পারেনি।নিজের নিজের অনুভূতি ও অনুসন্ধানের দ্বারা যে যতটুকু বুঝতে পেরেছে ও জানতে পেরেছে সেভাবেই বর্ণনা করেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আজও কেউ এই সুন্দর সৃষ্টির হদিস পায় নি।শেষ পর্যন্ত ধর্ম ভগবান কে আবিস্কার করেছে আর বিজ্ঞান ও এর পিছনে কোনো অদৃশ্য শক্তি ক্রিয়াশীল বলে স্বীকার করেছে।বিজ্ঞান আমাদের কে দেয় ভৌতিক সুখ আর ধর্ম আমাদের কে দেয় আত্মিক সুখ।বিজ্ঞান আমাদের কে বেঁচে থাকার সামগ্রী যোগায় আর ধর্ম আমাদের কে মুক্তির ও শান্তির পথ দেখায়।তাই আমাদের জীবনে ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটোরই প্রয়োজন।তাই স্বামী বিবেকানন্দ বললেন,, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলন চাই তবেই আমরা বেঁচে থাকবো ও আগে এগিয়ে যাবো।তবে আগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার আর এখন হয়েছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,,নেজা মুড়ো বাদ দিতে হবে।অর্থাৎ আমরা যেন ধর্ম ও বিজ্ঞানের অন্ধ ভক্ত না হই।যা আমাদের জীবনের জন্য কল্যাণ কারি হবে তাই আমরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের কাছ থেকে গ্রহণ করব আর অকল্যাণ কারী জিনিষ গুলোকে বর্জন করবো।তাই আজ আমাদের চাই বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্ম যা আমাদের কে রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যা মহান সাধিকা যোগেশ্বরী আনন্দময়ী মায়ের তপো ভূমি চাওড়া পাহাড়

সুনীল কুমার দে

হাতার মাতাজী আশ্রমের সংস্থাপিকা,ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র শিষ্যা, মহান সাধিকা ও বাক সিদ্ধা শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী আনন্দময়ী মাতাজির জন্ম হয়েছিলো অধুনা বাংলা দেশের ঢাকা শহরে ১৮৬২ সালে।তিনি ১২ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে দক্ষিনেশ্বর ধামে মা সারদা দেবীর শরনাপন্ন হন ও তার কাছে থাকেন।মাকে ধরে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেন।ঠাকুর ১৮৮৬ সালে দেহ রাখলে তার অনেক শিষ্য ও শিষ্যারা তপস্যার জন্য বিভিন্ন জায়গায় চলে যান।সেই সুবাদে যোগেশ্বরী মা ও ৫২ বছর বয়সে তপস্যার জন্য চিত্রকুট পর্বতে চলে যান।তিনি সেখানে ১২ বছর তপস্যা করেন।ঠাকুরের আদেশে তিনি ৬৪ বছর বয়সে বিহারের অর্থাৎ অধুনা ঝাড়খণ্ডের চাওড়া পাহাড়ে আসেন।চাওড়া পাহাড়ে ১২ বছর সাধনা করে অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেন।তিনি ৭৬ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে হাতার মাতাজী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন যে আশ্রমের জমি দান করেছিলেন চাইবাসার হুই পরিবার ও ৯৬ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে তিনি দেহ রাখেন।

এখন একটু ঐতিহাসিক চাওড়া পাহাড়ের বিষয়ে দু কথা বলি যেহেতু এই পাহাড়ে সাধিকা যোগেস্বরী মায়ের লীলা জড়িয়ে আছে।চাওড়া পাহাড় টি বর্তমান সেরাইকেলা খরসাওয়া জেলার রাজনগর প্রখণ্ডে ঝলক পঞ্চায়েতে অবস্থিত।এই চাওড়া পাহাড় চাইবাসা থেকে ৩০কি,মি ও রাজনগর থেকে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।স্থানীয় লোক মুখে শোনা যায় কোনো এক ব্যক্তির নাম অনুসারে এই পাহাড়ের নাম চাওড়া পাহাড় হয়েছে।রাজনগর হয়ে গেলে লেটো, তারপর চরিপাদা, জনবনি, ঝলক,গেরেশাই তারপর রাজবাসা।রাজবাসার কোলেই রয়েছে চাওড়া পাহাড়ে।একদিন চাওড়া পাহাড় খুবই দুর্গম জায়গা ছিলো কিন্তু আজ গাড়ি ঘোড়া সবই যায় সেখানে।পাহাড়ের নিচে একটি ঝর্ণা আছে সেখানে বারোমাস জল থাকে।তার কাছেই শিব ঠাকুর খোলা ময়দানেই থাকেন।ভক্তেরা পুজো দিতে আসেন।যোগেশ্বরী মা যখন পাহাড়ে ছিলেন তিনি ও শিবের পুজো করতে নিচে নামতেন।পাহাড় থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উপরে একটি বৃহৎ পুকুর আছে।এই পুকুর পাড়ে যোগেশ্বরী মা কুটির বেঁধে বারো বছর তপস্যা করেছিলেন একা।পরে অনেক ভক্ত ও শিষ্যরা আসেন।সে সময় বাঘ,ভালুক,বিষাক্ত সাপ,হনুমান,বানর প্রভৃতি থাকতো আজ ও আছে তবে কম।এই পুকুর টি ইচার জমিদার গঙ্গা রাম সিংহ দেব নির্মাণ করেছিলেন।কথিত আছে যে এক বিষাক্ত সাপের মনি চুরি করতে গিয়ে এক ইংরেজ মারা গেছিলো সেই থেকে এই পাহাড়ে কেউ যেতো না।যোগেশ্বরী মায়ের তপস্যাতে এই চাওড়া পাহাড় ধন্য হয়েছে ও তীর্থে পরিণত হয়েছে।এই পাহাড়ে মা যোগেশ্বরী সাধনা করে বাক সিদ্ধা হয়েছিলেন।তার আশ্রমে বাঘ, গাভি ও বিষাক্ত সাপ এক সাথে থাকতো কোনো হিংসা ছিলো না।এই পাহাড়ে চাইবাসার আশুতোষ হুই মায়ের আশীর্বাদে পুত্র সন্তান লাভ করেছেন।এই চাওড়া পাহাড়ে পাটনার রানুমা মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহন করেছিলেন।এই চাওড়া পাহাড়ে সর মাঝি ও নর মাঝি কে যোগেশ্বরি মা সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন ও মহারাজ বানিয়েছিলেন।এই চাওড়া পাহাড়ে বারো বছর মা যোগেশ্বরী অখণ্ড যজ্ঞ করেছিলেন।এই চাওড়া পাহাড় থেকেই অসংখ্য রামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত তৈরি হয়ে ছিলো তাই চাওড়া পাহাড় সাধারণ জায়গা নয় এক তীর্থক্ষেত্র বলা যেতে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই চাওড়া পাহাড়ে মায়ের ভাঙা ঘর ছাড়া আর কোনো স্মৃতি নেই।শুধু পুকুর টি রয়েছে আজও অক্ষত অবস্থায়।

আমি যখন সাধিকা যোগেশ্বরী মা মাতাজী আশ্রম হাতা বই টি লিখি তখন আমার বন্ধু রাকেশ মিশ্রা, ফকির মাহাতো ও সূর্য শঙ্কর করের সাথে ২০০৩সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর চাওড়া পাহাড় গেছিলাম ও পাহাড়ে উঠেছিলাম কিন্তু সে সময় হাতি বাচ্ছা দেওয়ায় পুকুরে যেতে পারি নি,গাছের উপর থেকে ফটো নিয়েছিলাম কিন্তু ২০১০ ও ২০১১তে মাতাজী আশ্রমের টিম নিয়ে দুবার চাওড়া পাহাড়ে গেছিলাম।পাহাড়ে উঠে পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে যোগেশ্বরী মায়ের স্মৃতি সৌধে পুজো করেছিলাম,নারিকেল ভেঙেছিলাম।পাহাড়ের নিচে পিকনিক করেছিলাম ও ঠাকুরের নাম গান করেছিলাম।আজও সেই মধুর স্মৃতি মন কে উদ্বেলিত করে ,মন কে আজও নিয়ে যায় চাওড়া পাহাড়ে যোগেশ্বরী মায়ের তপভূমিতে।

পাঠকের চিঠি

অটুট থাকুক বন্ধুত্ব

আমাদের সকলেরই বন্ধু আছে । আসলে বন্ধু সম্পর্কটি ঠিক যেন আকাশের বুকে মেঘের মতো যেন আকাশে তাকালে মেঘও চোখে পড়ে আর আকাশও। প্রতিবছর জুলাই বা আগস্ট মাসের কোনো একদিন পালিত হয় আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবস। সেদিন প্রত্যেকেই তার প্রিয় বন্ধুটিকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। পৃথিবীর এক মধুর সম্পর্কের নাম বন্ধুত্ব। যেখানে থাকে এক বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। আমরা সকলে সমাজবদ্ধ জীব ।এই সমাজ জীবন চলতে গিয়ে শুধুই নিজের উপরে নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকা যায়না । প্রয়োজন হয় জীবনে ভালো কিছু বন্ধুর। সেক্ষেত্রে সেই বন্ধুকে হতে হবে দায়িত্ববান ও বিশ্বাসযোগ্য। যাকে বিশ্বাস করা যায় অন্তরের অন্তস্থল থেকে। সেই সুদূর অতীত থেকে আজও যেন বন্ধুত্ব শব্দটি তার তাৎপর্যতা হারায়নি। অন্যান্য উৎসবের মতো বন্ধুত্ব দিবসও আজ একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই বন্ধু দিবসে বন্ধু উপহার দেয় তার প্রিয় বন্ধুটিকে। চলে খাওয়া দাওয়া আর সাথে আড্ডা। তাই আজও বলতে শোনা যায় দেখা হবে বন্ধু কারণে আর অকারণে..

শংকর সাহা, দ.দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোরেয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at H.I 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সমানভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

রাজ্যের গ্রস এনরোলমেন্ট রেট বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করছে শিক্ষা বিভাগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে বহু ছাত্রছাত্রী রয়েছেন যারা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল প্রদর্শন করতে না পারার জন্য মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম ভর্তি করার সুযোগ পাচ্ছেন না। সুখবর এটাই যে এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের এই সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। তবে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি কিংবা ডিপ্লোমা নিলে সেটা সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এই সংক্রান্তেও চিন্তিত থাকেন ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু এই বিষয়ে কোনো ধরনের চিন্তা না করার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। পরবর্তী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ কিংবা যেকোনো ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কিংবা ডিপ্লোমার মধ্যে কোনো পার্থক্য ধরা হবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের খানাপারা স্থিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার উপস্থিত হয়েছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান নাম ভর্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন এই বছর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী সামর্থ অ্যাপ পোর্টালের নাম ভর্তি করেছেন। এই তথ্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বলে উল্লেখ করে তিনি জানান বরাক উপত্যকার তথ্য এখনো শিক্ষা বিভাগের হাতে আসেনি। তবে গত বছর বরাক উপত্যকা থেকে ৩৭৫০০ ছাত্রছাত্রী নাম ভর্তি করিয়েছিলেন। এই বছরও এর সমপর্যায়ে অথবা এর থেকে বেশি ছাত্রছাত্রী নাম ভর্তি করাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। বরাক উপত্যকার ছাত্রছাত্রীরা মূলত আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নাম ভর্তি করানোর ফলে তথ্য আসতে দেরি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন উচ্চতার মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন নিয়মিত মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম ভর্তি করানোর পাশাপাশি প্রফেশনাল ইনস্টিটিউটেও অধ্যয়ন করে। তাছাড়া আর কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী রাজ্যের বাইরেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে এমন ছাত্রছাত্রী থাকে যারা কোনো মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম ভর্তির সুযোগ পান না। ফলে তাদের জন্য কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এক সঠিক বিকল্প বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন এই এটা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এর ডিগ্রী কিংবা ডিপ্লোমা অন্যান্য নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমার সমকক্ষ। দুটোর গ্রহণযোগ্য সমান। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন করে নেট পরীক্ষা দিয়ে পিএইচডি করে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি পাওয়া সম্ভব। শিক্ষামন্ত্রী বলেন ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ অর্থাৎ ইউজিসি এই সংক্রান্তে স্পষ্ট নির্দেশনা জারি করে এই বিষয়টি পরিস্কার করে দিয়েছে। তিনি জানান কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ১১ টি চার বছরের স্নাতক, ১১ টি দুই বছরের স্নাতকোত্তর, ১৩ টি ডিপ্লোমা এবং আটটি সার্টিফিকেট পাঠক্রম উপলব্ধ রয়েছে। ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিক পাঠ্যক্রম শুরু করা হবে। এমনকি ওডিএল ব্যবস্থা বিএড পাঠ্যক্রম শুরু হতে চলেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করা আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

তিনি বলেন বর্তমান সময় পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৪০০০ ছাত্রছাত্রীর নাম ভর্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এই নাম ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। গত বছর ৪২ হাজার ছাত্রছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। নিয়মিত মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম ভর্তির সংখ্যা বাড়বে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন রাজ্য সরকার মূলত গ্রস এনরোলমেন্ট রেট বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এটা মূলত ৫০ হওয়া কাম্য। কিন্তু রাজ্যে জিইআর রয়েছে ১৭ শতাংশ। সারা দেশ কিংবা সারা বিশ্বজুড়ে জিইআর এর সমস্যা রয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে জাতীয় স্তর ২৭ শতাংশে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ড্রপ আউট রেট কমানোর প্রচেষ্টাও সরকার করছে বলে তিনি জানান।

রাজ্যে ইতোমধ্যে প্রবর্তন করা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর পরিপ্রেক্ষিতে মুক্ত এবং দুর্গবর্তী শিক্ষা এক বিশেষ নির্ণায়ক তথা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন জাতীয় শিক্ষানীতি আগামী ২০৩৫ এর মধ্যে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ৫০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার যেই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য মুক্ত এবং দূরবর্তী শিক্ষার গুরুত্ব তথা ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজ্যের নিয়মিত শিক্ষানুষ্ঠান গুলোর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে মুক্ত এবং দূরবর্তী শিক্ষা এক প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী বলেন রাজ্য সরকার যেহেতু এলপি এবং ইউপি টেট পরীক্ষা দুই বছরের জন্য বাতিল করে রেখেছে ফলে বছরে দুইবার করে অনুষ্ঠিত হওয়া সিটেট পরীক্ষা দেওয়া প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর প্রতিক্রিয়া সরকারের কাছে মূল্যহীন বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারার ড০ অরূপ জ্যোতি চৌধুরী, মনিরাম দেওয়ান স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের ডাইরেক্টর ড০ এন এন শর্মা, স্টাডি সেন্টারে ডিন ড০ দিব্যজ্যোতি মহন্ত সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ২০০৫ সালে স্থাপন হওয়া কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান এক লক্ষের অধিক ছাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করছেন।

৫ আগস্ট তামোলপুরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের আলোচনা সভা

নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য বিজয়ী করা স্বার্থে ইতিমধ্যে বিজেপির সাংগঠনিক বিভিন্ন পদের রদবদলের করা হয়েছে। একদিকে যেমন রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফনিন্দ্র নাথ শর্মাকে হারিয়ানাতে বদলি করা হয়েছে। একইভাবে সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদকের পদ থেকেও দিলীপ শইকীয়াকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশেষে রদবদলের পর আগামী ৫ আগস্ট তামোলপুরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের আলোচনা সভা। দলের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক ফনিন্দ্র নাথ শর্মাও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষই নিজেদের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। একদিকে বিরোধী পক্ষের ২৬ টি রাজনৈতিক দল মিলে ইন্ডিয়া নামে নতুন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করেছে। একইভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ মিত্র জোটের প্রত্যেক দলকে একত্রিত করা হয়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বয়ং এই মিত্র জোটের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছেন। তাছাড়া বিজেপির আভ্যন্তরীন সাংগঠনিক পদের রদবদল করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে রাজ্য বিজেপির নতুন সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপি নেতা রবীন্দ্র রাজুকে। তাছাড়া সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদকের পদে নতুনভাবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা। মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে গেরুয়া দলটি। তবে জাতীয় পর্যায়ে তৎপর থাকা দলের রাজ্য কমিটিগুলো এবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরই অংশ হিসেবে আগামী ৫ আগস্ট অর্থাৎ শনিবার তামোলপুরের মাটঙ্গাপার পার্কে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের আলোচনা সভা। রাজ্য বিজেপির সংবাদ বিভাগের আহ্বায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল জানান সভাপতি ভবেশ কলিতার সভাপতিত্বে সর্বপ্রথম বার তামোলপুরে অনুষ্ঠেয় দলের পদাধিকারীদের আলোচনা সভা আযোজন হতে চলেছে। এই সভায় নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজু, প্রাক্তন সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফনিন্দ্র নাথ শর্মা, অসমের প্রভারী বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা এবং নবনিযুক্ত জাতীয় সম্পাদক কামাখ্যা প্রসাদ তাশা পাশাপাশি রাজ্যের পদাধিকারীরা উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য দলের সাংগঠনিক শক্তি যাতে অসমের প্রতিটি অঞ্চলে যাতে সক্রিয় হয়ে থাকে সেটার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এর আগেও বেশ কয়েকটি রাজ্য পদাধিকারীদের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় দলের বিগত সময়ের সাংগঠনিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি দলের আগামী দিনের রণকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির সংবাদ বিভাগের আহ্বায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল।

সাংসদ পদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রাহুল গান্ধী ছাড়পত্র পাওয়ার পর অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বিজয় উৎসব, একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ উল্লাস উদযাপন

আদালতের এই রায়দান ঐতিহাসিক এবং সত্যের জয় বলে মন্তব্য বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অবশেষে রাহুল গান্ধীর পক্ষে রায়দান সুপ্রিম কোর্টের। আদালতের এই রায়ের ফলে রাহুল গান্ধী সাংসদ পথ ফিরিয়ে পাওয়া ছাড়াও চলিত লোকসভা অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া সংশোধিত হিসেবে নিজের সরকারি বাসভবনও ফিরে পাবেন রাহুল গান্ধী। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ধানের পর সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেস নেতাকর্মীদের মধ্যে এক আনন্দ উৎসবের উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি একইভাবে বিজয় উৎসব পালন করেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক বিধায়ক এবং দলীয় নেতাকর্মীরা একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে নিজেদের খুশি বয়ান করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়দানকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। তিনি বলেন অবশেষে সত্যের জয় হয়েছে। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাট হাইকোর্টের রায়ের উপরে স্থগিতাদেশ জারি করেছে। সুপ্রিম কোর্টের এর রায়ের ফলে অবশেষে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ ফিরে পাবার পথ প্রশস্ত হয়েছে। এমনকি তিনি লোকসভার চলতি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেতে চলেছেন। সরকারি বাসভবনও ফিরে পাবেন রাহুল গান্ধী। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের পর সারা দেশের কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের মধ্যে এক আনন্দ উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে এই বিষয়ে টুইট করে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার পাশাপাশি দলটির সর্বস্তরে নেতাকর্মী এক্ষেত্রে আনন্দিত হয়ে উঠেছেন। সারা দেশের পাশাপাশি অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি একইভাবে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসব পালন করেছে। গুয়াহাটি মহানগরের জিএস রোডে স্থিত অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজীব ভবনে শুক্রবার বিকালে দলটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত হয়ে আনন্দ উল্লাস পালন করেছেন। প্রত্যেকেই একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মূল সড়ক জি এস রোডে এসে আসাযাওয়া করা বাহনের চালকদের মিষ্টি দিয়েছেন কংগ্রেস কর্মীরা। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের উপসভাপতি তথা বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার, বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ সহ শতাধিক দলীয় নেতাকর্মীরা এদিনের আনন্দ উৎসব আযোজনে অংশ নিয়েছেন। বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার বলেন মহামান্য উচ্চতর আদালত রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক রায়দান দিয়েছে। আদালতের এই রায়দানের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সত্যের সর্বদা জয় হয়। রাহুল গান্ধী সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার ফলে প্রতিজন কংগ্রেস কর্মী অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার। এরপর তাৎক্ষণিকভাবে রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। তিনি বলেন মোদি উপাধি সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য সুরাটের একটি সেশন আদালত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। পরবর্তী সময়ে গুজরাট হাইকোর্ট সেই রায় বহাল রাখার পর অবশেষে এদিন দেশের উচ্চতম আদালত এই রায়ের ক্ষেত্রে সুবিধাদের জারি করেছে বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। তিনি বলেন সুপ্রিম কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায়দানকে স্বাগত জানিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা। এক্ষেত্রে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সত্যমেব জয়তে বলে উল্লেখ করে বলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে মোদি উপাধি সম্পর্কীয় মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা রায়দান সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করা কার্যকে অসম্প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সর্বাত্মক আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছে। এটা সত্য এবং ন্যায়ের জয়। সুপ্রিমকোর্টের রায়দান দেশের সংবিধান প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতি বিশেষ করে আদালতের প্রতি প্রত্যেকের শ্রদ্ধা এবং আস্থা বৃদ্ধি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন কুমার বরা বলেছেন রাহুল গান্ধী ধারাবাহিকভাবে বিজেপির জনবিরোধী নীতিগুলো, প্রতারণা, প্রলোভন, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ের উপর খোলাখুলি ভাবে সমালোচনা করে আসার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রাহুল গান্ধীর কণ্ঠরুদ্ধ করার অপচেষ্টা করে আসছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন আজকের এই রায়দান বিজেপির জন্য এক বড় ধরনের সতর্কতা। আসন্ন দিন গুলিতে বিজেপি দেশের সংবিধান প্রদত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার জন্য এই সতর্কতা। কোন অশুভ শক্তি সাধারণ জনতার কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারবে না। বিজেপি ক্ষমতার অপব্যবহার করে কংগ্রেসকে হেনস্থা করতে পারবে কিন্তু সত্য এবং ন্যায়ের পথ থেকে তাদের কখনো বিচলিত করতে পারবে না। বিজেপি দল এবং সরকারের বিফলতা গুলো কংগ্রেস নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাধারণ জনতা সম্মুখে তুলে ধরতে থাকবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা। বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ জানান নিম্ন আদালতের রায়ের ভিত্তিতে রাহুল গান্ধীর সংসদ পদ খারিজ করা হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা সরকারি বাসভবনটি রাহুল গান্ধীকে অতি কম দিনের মধ্যে খালি করে দিতে হয়েছিল। তবে সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায়দানের ফলে রাহুল গান্ধী পুনরায় সাংসদ পদ ফিরে পেতে চলেছেন। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়দানকে স্বাগত জানিয়ে এটাকে ঐতিহাসিক রায়দান বলে উল্লেখ করে এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের সংবিধান এবং গণতন্ত্রের জয় হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ।

মঙ্গলদৈ মহর্ষি বিদ্যামন্দিরে অস্ত্র চালানো প্রশিক্ষণের ঘটনা ভবিষ্যতের সংঘর্ষ হওয়ার ইঙ্গিত বলে মন্তব্য দলের মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্যের

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা লুরিনজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ এবং অজিত কুমার ভূঁইয়ার দলকে ইন্ডিয়াতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দরং জেলার মঙ্গলদৈ মহর্ষি বিদ্যামন্দিরে অস্ত্র চালানো প্রশিক্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠে ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তবে এবার এই ঘটনাকে ভবিষ্যতে এক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় ইঙ্গিত বলে মন্তব্য করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য। তিনি বলেন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস অত্যন্ত ভাবে চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা লুরিনজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ এবং অজিত কুমার ভূঁইয়ার দল এখনো ইন্ডিয়াতে তালিকাভুক্ত হয়নি। তবে এই তিনটি দলকে জাতীয় পর্যায়ের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ইন্ডিয়াতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ।

উল্লেখ্য মঙ্গলদৈ মহর্ষি বিদ্যামন্দিরে অস্ত্র চালানো প্রশিক্ষণের ঘটনা এবং মিছিল করা বিষয়টি নিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। তিনি বলেছিলেন এই বিষয়টির ক্ষেত্রে সরকার কেন অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি সেটার জবাব সরকারকে দিতে হবে। হাতে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন কিভাবে অনুমতি প্রদান করেছে সেই প্রশ্নও উত্থাপন করেছিলেন তিনি। এবার এই বিষয়ে সরব হয়ে উঠেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য। গুয়াহাটি মহানগরের জি এস রোডে স্থিত দলের মুখ্য কার্যালয়ে রাজিব ভবনে বৃহস্পতিবার আযোজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যোগ প্রশিক্ষণের নামে খোলাখুলি ভাবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া কার্য শুধুমাত্র আইন বিরোধী নয়, এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে এক সংঘর্ষ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে। বহুল প্রচারিত এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত বিজেপি দলের সরকার কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেনি। এর উল্টো অসম সরকার একজন মন্ত্রী এই বিষয়ে করা মন্তব্য সম্পূর্ণ প্ররোচনামূলক বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন বর্তমান সময়ে প্রতিবেশী রাজ্য মনিপুর গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের জন্য তিন মাস ধরে জ্বলছে, শতাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। সমান্তরালভাবে হরিয়ানাতে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। শতাধিক বাহন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ঘটনায় কংগ্রেস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ শুরু করা সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সাম্প্রতিক সময়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সফল হতে পারবেন কিনা সেটাই মূল বিষয়। নাগরিকের হত্যা ৮৯ কমে যাওয়া এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ৭৪ শতাংশ কমে গেলেও সেটা শুন্য শতাংশ হতে এখনও বাকি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন গৃহ বিভাগ সক্রিয় না হলে এবং আইন বিরোধী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কঠোর হাতে সেটা দমন করতে না পারলে অসমের পরিস্থিতি মনিপুর কিংবা হরিয়ানার মতো হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

দলের জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন দেশের পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে অসম অন্যতম হতে হলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মুক্ত হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে অর্থবান অথবা উদ্যোগপতি এই রাজ্যে বিনিযোগ করতে এগিয়ে আসবেন। এক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হল শান্তি। কংগ্রেস রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীকে মঙ্গলদৈ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের উস্কানি দেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার দাবি উত্থাপন করছে বলে জানালেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য।

অন্যদিকে দলের মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসেবে ভূপেন বরা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই কংগ্রেস বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে অসমে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ গঠন করেছে। শাসক দল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে রাজ্যের মোট বারোটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে গত ১৮ জুলাই সর্বভারতীয় পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ২৬ টি বিরোধী রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স সংক্ষেপে ইন্ডিয়া গঠন করেছে। অসমের ১২ টি দলের বিরোধী ঐক্যমঞ্চের মধ্যে নয়টি দল ইতিমধ্যে ইন্ডিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে লুরিনজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পরিষদ, বিধায়ক অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন রাইজর দল এবং সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া নেতৃত্বাধীন জাতীয় দল অসম এখনো ইন্ডিয়াতে, তালিকাভুক্ত হয়নি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা ইতিমধ্যে এই বিষয়টি দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা সঠিক দিকে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে উল্লেখিত রাজনৈতিক দল তিনটা ইন্ডিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটি এক প্রকার নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ।

বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে পাকিস্তান, অবশেষে সরকারের সিদ্ধান্ত

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ পাকিস্তান সরকার তাদের ক্রিকেট দলকে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে পাঠাবে কি না, এ নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক, বৈঠক, আলোচনা হয়েছে গত কয়েক মাসে। অবশেষে বিশ্বকাপ শুরুর দুই মাস আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

আজ পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে পাকিস্তান। তবে ভারতের মাটিতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থেকেই গেছে তাদের।

বিশ্বকাপ নিয়ে শুরু থেকেই আইসিসির সঙ্গে সব রকম আলোচনায় অংশ নিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তবে আয়োজক দেশ ভারত হওয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সরকারের দিকে তাকিয়ে ছিল সংস্থাটি। এশিয়া কাপ খেলতে ভারতীয় দল পাকিস্তানে যেতে অস্বীকৃতি জানানোর পর এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সময় নেয় সরকারও। একপর্যায়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোর নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে দেন।

১৪ সদস্যের ওই কমিটি গত সপ্তাহে বৈঠক করে ভারত সফরের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয় জানিয়ে লেখা হয়, 'পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে খেলাধুলাকে রাজনীতির সঙ্গে মেশানো উচিত নয়। তাই আসন্ন আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩এ অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান তার ক্রিকেট দলকে ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

বিবৃতিতে এশিয়া কাপের জন্য ভারতের পাকিস্তান সফরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করা হয়।ভারতের একরোখা মনোভাবের বিপরীতে পাকিস্তানের সিদ্ধান্তটি তার গঠনমূলক এবং দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে। কারণ, এশিয়া কাপের জন্য ভারত তাদের ক্রিকেট দলকে পাকিস্তানে পাঠাতে অস্বীকার করেছিল।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিরোধের জেরে ২০১৩ সালের পর থেকে ভারতপাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলে না। এ সময় দুই দল শুধু আইসিসি টুর্নামেঃট বা এশিয়া কাপে খেলেছে।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সিদ্ধান্ত অনুসারে এ বছরের এশিয়া কাপের আয়োজক ছিল পাকিস্তান। তবে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারত সরকার তাদের ক্রিকেট দলকে পাকিস্তানে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে অচলাবস্থার জেরে এশিয়া কাপ আয়োজনই হুমকির মুখে পড়ে। পরে শ্রীলঙ্কাকে দ্বিতীয় ভেন্যু বানিয়ে 'হাইব্রিড মডেলে' এশিয়া কাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। যে মডেলে এশিয়ার অন্যান্য দেশ পাকিস্তানে খেলতে গেলেও ভারত শুধু শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলবে। ভারত যেহেতু নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে পাকিস্তানে যাবে না, পাকিস্তানও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে হুমকিও দেন পিসিবির চেয়ারম্যান।

বাড়ছে বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণার সময়

অবশেষে পাকিস্তান সরকার ভারতে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে রেখেছে। এ নিয়ে আইসিসি ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা জানানো হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে, 'পাকিস্তান তার ক্রিকেট দলের নিরাপত্তার বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা এই উদ্বেগ আইসিসি ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরছি। আশা করি, ভারত সফরে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।'

আগামী ৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে

ইংল্যান্ডনিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের বিশ্বকাপ। পাকিস্তান তাদের প্রথম ম্যাচটি খেলবে ৬ অক্টোবর হায়দরাবাদে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। রাউন্ড রবিন পদ্ধতির বিশ্বকাপে অন্যান্য দলের মতো পাকিস্তানও প্রথম পর্বেই ৯টি ম্যাচ খেলবে।

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিল দেব

অবশ্য গত জুনে বিশ্বকাপের সূচি ঘোষিত হলেও পাকিস্তানের একাধিক ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে। ১৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি ১৪ অক্টোবর হতে পারে। একই কারণে এগিয়ে আসতে পারে ১২ অক্টোবরের পাকিস্তানশ্রীলঙ্কা ম্যাচ।

আবার ১২ নভেম্বর কলকাতায় পাকিস্তানইংল্যান্ড ম্যাচের সূচিতেও বদল হতে পারে। ভারতপাকিস্তান, পাকিস্তানইংল্যান্ড দুটি ম্যাচের দিন সনাতন ধর্মালম্বীদের উৎসব থাকায় সূচি বদলের অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

রোনালদোর বাঁ পায়ের গোল, আরব ক্লাব কাপের সেমিফাইনালে আল নাসর

প্যারিস ঃ আগের ম্যাচে দারুণ এক গোল করেছিলেন হেডে, যে গোলের সুবাদে দল জায়গা করে নিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। এবার শেষ আটের ম্যাচে রোনালদো করলেন আরও একটি দারুণ গোলবাঁ পায়ে।

রোনালদো দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর গোল করলেন অন্য দুই সতীর্থও। যাতে ভর করে মরক্কোর রাজা কাসাব্লাঙ্কাকে ৩১ গোলে হারিয়ে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে সৌদি আরবে আল নাসর।

বুধবার সেমিফাইনালে মিসরের আল শর্তার বিপক্ষের খেলবে রোনালদোর দল।

আভার প্রিন্স সুলতান বিন আবদুল আজিজ স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখিয়ে খেলেছে আল নাসর। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই ইন্টার মিলান থেকে আসা মিডফিল্ডার মার্সেলো ব্রজোভিচের বাড়ানো বলে গোলমুখে শট নেন তালিসকা। তবে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের বাঁ পায়ের শট আটকে দেন কাসাব্লাঙ্কা গোলরক্ষক। ১৮ মিনিটে রোনালদোর বাঁ পায়ের শট অবশ্য ঠেকানোর কেউ ছিল না। ডি বক্সের বাইরে থাকা রোনালদো তালিসকার কাছ থেকে বল পেয়েছিলেন অরক্ষিত অবস্থায়। সুযোগ পেয়ে সময় নিয়ে বাঁ পায়ে জোরালো শটে বল জালে জড়ান সিআরসেভেন।

এর দশ মিনিট পর আল নাসরকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন সুলতান আল গাননাম। আর ৩৮তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩০ করে দেন সেকো ফোপানা।

তিন গোলে পিছিয়ে পড়া কাসাব্লাঙ্কা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। ৪১ মিনিটে আবদুল্লাহ মাদুর আত্মঘাতী গোলে দলটির নামের পাশে এক গোল যোগ হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে ৮২ মিনিটে আরেকটি গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন রোনালদো। তবে বক্সের বাঁ দিক থেকে নেওয়া তার বাঁ পায়ের শট বারে গিয়ে আঘাত হানে। তবে দ্বিতীয় গোল না পাওয়ার আক্ষেপ না থাকলেও আরব ক্লাবগুলোর টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে ওঠার সন্তুষ্টি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছেন।

আগস্টে পিএসজি ছাড়ার পরিকল্পনা এমবাপ্পের

প্যারিস ঃ সময় কত কিছুই না পাল্টে দেয়! কিছুদিন আগেও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ধরে রাখতে তাঁকে কত 'ক্ষমতা' দিয়েছিল পিএসজি। সেই পিএসজিই কি না কিলিয়ান এমবাপ্পে যেন এই গ্রীষ্মে প্যারিস ছাড়েন, এর জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করতে রাজি!

এটা কেন, সেটা এখন সবারই জানা। এমবাপ্পে গত জুনে পিএসজিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে আগামী মৌসুমের পর আর প্যারিসে থাকতে চান না। ক্লাবের সঙ্গে আর চুক্তি নবায়ন করবেন না। এর পর থেকেই পিএসজি তাঁকে বিক্রি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের লক্ষ্য একটাইএমবাপ্পে যেন মুক্ত খেলোয়াড় হয়ে ক্লাব না ছাড়েন। তাহলে যেকোনো ট্রান্সফার ফি পাবে না পিএসজি।

এমবাপ্পে রাখঢাক না রেখেই বলে দিয়েছেন, চুক্তির মেয়াদ শেষ না করে পিএসজি ছাড়বেন না। এর কারণটাও সবার জানাচুক্তির মেয়াদ শেষ না করে প্যারিস ছাড়লে আনুগত্য বোনাসের পুরোটা পাবেন না তিনি।

তবে সবশেষ যা খবর, সেটা শুনে পিএসজির কর্তৃপক্ষরা খুশিই হবে। ২৪ বছর বয়সী এমবাপ্পের এজেন্ট এবং তাঁর মা ফাইজা লামারি এখন অন্য রকম পরিকল্পনা করছেন। তিনি চাইছেন, তাঁর ছেলে যেন আগস্টের মধ্যে প্যারিস ছাড়তে পারে।

এমবাপ্পের মোট আনুগত্য বোনাস পাওয়ার কথা ৮ কোটি ইউরো। এর অর্ধেক ৪ কোটি ইউরো তিনি গত ৩১ জুলাই পেয়েছেন। বাকি ৪ কোটি ইউরো পাওয়ার কথা ৩১ আগস্ট। ওই দিনই ইউরোপিয়ান লিগগুলোর গ্রীষ্মকালীন দলবদলের জানালা বন্ধ হওয়ার কথা। ৩১ আগস্টের মধ্যে এমবাপ্পে কোথাও না গেলেই বাকি ৪ কোটি ইউরো আনুগত্য বোনাস পাবেন।

এমবাপ্পের এজেন্ট এবং তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের একটি সূত্র স্পেনের সংবাদমাধ্যম এএসকে জানিয়েছে, ৩১ আগস্ট আনুগত্য বোনাস বিসর্জন দিতে এখন তারা রাজি আছে, যদি এর মধ্যেই চাহিদা অনুযায়ী এমবাপ্পে দলবদল করতে পারেন।

সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল এমবাপ্পেকে পেতে পিএসজিকে ৩০ কোটি ইউরো রেকর্ড ট্রান্সফার ফি দিতে চায়। এমবাপ্পেকেও মোটা অঙ্কের বেতনের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তারা। অন্যদিকে তাঁকে লিভারপুল এক বছরের জন্য ধারে চায়। এ ছাড়া চেলসিও নাকি এমবাপ্পেকে পেতে উন্মুখ। তবে এমবাপ্পে এসব ক্লাবের কোনোটিতেই যেতে চান না। তাঁর স্বপ্নে শুধুই রিয়াল মাদ্রিদ।

কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদ এমবাপ্পের জন্য এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রস্তাব দেয়নি। শিগগিরই তারা কোনো প্রস্তাব নিয়ে আসবে, এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে রিয়ালের সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ বলেছিলেন, এমবাপ্পের দলবদল নিয়ে তিনি শান্তই আছেন।

অনেকেরই ধারণা, পিএসজি যেমন এমবাপ্পেকে মুক্ত খেলোয়াড় হতে দিতে চায় না, রিয়ালের ঠিক এর উল্টো ভাবনা। তারা চায় এমবাপ্পেকে মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে দলে ভেড়াতে। এতে যে বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি বেঁচে যাবে তাদের।

শেষ পর্যন্ত এমবাপ্পের দলবদলের নাটক কোথায় গিয়ে থামে, এটাই এখন দেখার বিষয়। স্পেনের সংবাদমাধ্যম এএসের খবর আগস্টে এমবাপ্পের দলবদল হলেও সেটা ১৭ তারিখের আগে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ইউক্রেনের রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্রে রাশিয়ার বোমা হামলা

ইউক্রেন (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন উত্তরপূর্বাঞ্চলের একটি রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্রে রাশিয়ার একটি 'গাইডেড বোমা' হামলায় দুজন নিহত এবং চারজন আহত হয়েছে। খারকিভ অঞ্চলের কুপিয়ানস্কের কাছে শনিবার রাতে এই হামলার পর ভবনটিতে আগুন ধরে গেছে এমন একটি ছবি অনলাইনে পোস্ট করেছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

এই একটি যুদ্ধাপরাধই বলে দিচ্ছে রাশিয়ার আগ্রাসনের পুরো চিত্র, বলেছেন তিনি।

রাশিয়া এ নিয়ে কোন মন্তব্য করেনি। তবে কোন ধরনের যুদ্ধাপরাধ বা বেসামরিক মানুষদের লক্ষ্য করে হামলা চালানোর অভিযোগ রাশিয়া এর আগে সবসময় অস্বীকার করেছে।

রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করার পর প্রথম কদিনের মধ্যেই কুপিয়ানস্ক এবং কাছের এলাকাগুলো দখল করে নেয়।

গত সেপ্টেম্বরে ইউক্রেনের এক পাল্টা অভিযানের সময় এই এলাকাটি দখলমুক্ত করা হয়। কিন্তু এই এলাকার ওপর প্রতিদিনই মিসাইল এবং গোলা হামলা চলছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে মি. জেলেনস্কি হামলাকারীদের পশু বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যারা জীবনের মূল্য বোঝেন, তাদের প্রত্যেকের কাছেই সন্ত্রাসবাদীদের পরাজিত করা একটি সম্মানজনক ব্যাপার।

এই ঘটনার হতাহতদের ব্যাপারে কোন বিস্তারিত তথ্য দেননি মি. জেলেনস্কি। কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তারা পরে মি. জেলেনস্কির মতো একই ছবি পোস্ট করেছেন এবং সেখানে এই হামলার বিস্তারিত জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, এটি ছিল একটি অনাবাসিক ভবন।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, শনিবার রাশিয়া একটি পৃথক মিসাইল হামলাও চালিয়েছে। এই হামলায় টার্গেট করা হয় পশ্চিম খমেলনিটস্কি অঞ্চলে এটি এরোনটিক্যাল কোম্পানিকে।

রবিবার রাশিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মস্কোর দিকে আসা একটি ড্রোন ধ্বংস করে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন শহরের মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন।

রুশ কর্তৃপক্ষ বলছেন, গত সপ্তাহে মস্কোর একটি আকাশচুম্বী ভবনে পরপর দুদিন ইউক্রেনিয়ান ড্রোন হামলা হয়েছে।

এরকম হামলা চালানোর কথা অবশ্য ইউক্রেন প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি।

শনিবার মস্কো অভিযোগ করেছিল যে ইউক্রেন কৃষ্ণসাগরে একটি রুশ ট্যাংকারে সী ড্রোন দিয়ে হামলা করেছে। সেটিতে ১১ জন নাবিক ছিল। গত কিছুদিনের মধ্যে এটি ছিল এধরণের দ্বিতীয় সী ড্রোন হামলা।

রাশিয়ার নৌপরিবহন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কার্চ প্রনালীতে এই হামলায় ট্যাংকারটির ইঞ্জিন রুম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে কেউ আহত হয়নি। কার্চ প্রনালী কৃষ্ণ সাগর এবং আযভ সাগরকে সংযুক্ত করেছে, এবং ক্রাইমিয়াকে রাশিয়ার টামান পেনিনসুলা থেকে আলাদা করেছে। রাশিয়া ২০১৪ সালে ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রাইমিয়া দখল করে নিজেদের সীমানাভুক্ত করে।

রাশিয়ার এসব অভিযোগ নিয়ে ইউক্রেন প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করেনি। তবে ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থার একটি সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে , তাদের একটি 'সী ড্রোন' ব্যবহৃত হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকায় একের পর এক অভ্যুত্থানের দায় কি ফ্রান্সের?

প্যারিস ঃ বুর্কিনা ফাসো, গিনি, মালি এবং চাদের পর অতি সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার আরেকটি দেশ নিজেরেও সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। সবগুলো দেশই ফ্রান্সের সাবেক উপনিবেশ। যেটি লক্ষণীয় তা হলো, ১৯৯০ সাল থেকে আফ্রিকার সাবাসাহারা অঞ্চলের দেশগুলোতে যে ২৭টি সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে তার ৭৮ শতাংশই হয়েছে সাবেক ফরাসী উপনিবেশগুলোতে। ফলে, অনেক বিশ্লেষকই প্রশ্ন তোলেন পশ্চিম আফ্রিকার এই অস্থিরতার মূল দায় কি ফ্রান্সের? অথবা এই অঞ্চলটি কি এখনও ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণতি বহন করে চলেছে?

অভ্যুত্থান যারা ঘটান তারা এমন সন্দেহের জন্য আমাদের হয়তো বাহবা দেবেন। মালির সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা কর্নেল আবুলায়ে মাইগা গত বছর সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উগরে দিতে শুরু করেন। ফ্রান্স প্রসঙ্গে মি. মাইগা বলেন নব্য ঔপনিবেশিক, আধিপত্যবাদী দেশটি সার্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ বর্জন করেছে এবং মালির পিঠে ছুরি মেরেছে।

বুর্কিনা ফাসোতেও ফ্রান্স বিরোধী মনোভাব এখন তুঙ্গে। ফেব্রুয়ারিতে সেদেশের সামরিক সরকার ফরাসী সৈন্য মোতায়েন সম্পর্কিত দীর্ঘ দিনের চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে এক মাসের মধ্যে সমস্ত ফরাসী সৈন্যকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। মালি ও বুর্কিনা ফাসোর প্রতিবেশী দেশ নিজেরে সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট মোহামেদ বাজুমকে উৎখাতের পর যুক্তি দেয় তিনি ছিলেন ফ্রান্সের বসানো একটি পুতুল যার মূল লক্ষ্যই ছিল ফরাসী স্বার্থ রক্ষা। শুধু তাই নয় নিজেরের সেনাশাসক জেনারেল আব্দুরহমান টিচিয়ানি ফ্রান্সের সাথে স্বাক্ষরিত পাঁচটি সামরিক চুক্তি বাতিল করে দিয়েছেন। অভ্যুত্থানের পর জনতা নিজেরে ফরাসী দূতাবাসেও হামলা চালিয়েছে।

তবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এসব রোষের পেছনে ঐতিহাসিক কিছু কারণও রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ফরাসীরা এসব দেশে এমন রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু রেখেছিল যার প্রধান লক্ষ্যই ছিল সম্পদ কুক্ষিগত করা, এবং এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে ফরাসীরা নির্যাতনমুলক বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করেছে।

ব্রিটেনও তাদের উপনিবেশগুলোতে একই কাজ করেছে, তবে ফরাসীরা যেটা করেছে তা হলো কাগজে কলমে ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার পরও তারা তাদের সাবেক উপনিবেশগুলোতে শক্ত অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। সেই চেষ্টা এতটাই জোরালো যে অনেক সমালোচক বলেন ফ্রান্স এখনও তাদের সাবেক উপনিবেশগুলোর রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে সরাসরি নাক গলাচ্ছে।

পশ্চিম আফ্রিকার নয়টি ফরাসী ভাষাভাষী দেশের সাতটিতেই এখনও সিএফএ ফ্রাঁ মুদ্রা চালু রয়েছে। এসব মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হয় ইউরোর মূল্যমানের ভিত্তিতে। আফ্রিকান এসব মুদ্রার বিনিময় মূল্যের স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দেয় ফ্রান্স।

সাবেক এসব উপনিবেশগুলোর অধিকাংশের সাথেই ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে যার আওতায় প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন দেশে ফ্রান্সপন্থী অজনপ্রিয় রাজনীতিকদের ক্ষমতায় রাখতে ফরাসী সৈন্য মোতায়েন করা হচ্ছে।

এমন অনেক উদাহরণই রয়েছে যে ফ্রান্সের মদতে অনেক দুর্নীতিপরায়ণ এবং অত্যাচারী শাসক গণতন্ত্রের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে, যেমন চাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইদ্রিস ডেবি বা বুর্কিনা ফাসোর সাবেক প্রেসিডেন্ট ব্লেইজ কমপাওরে।

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকায় যেসব সরকারপ্রধান ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, তাদের সবাই ফ্রান্সপন্থী হিসাবে পরিচিত, যদিও তাদের রক্ষায় ফ্রান্স সামরিক হস্তক্ষেপ করেনি।

যে বিষয়টি আরো খারাপ তা হলো - ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আফ্রিকায় তাদের মিত্রদের ঘনিষ্ঠতা যার সাথে প্রায়ই দুর্নীতির নানা কেলেঙ্কারি জড়িত। এই সম্পর্কের ওপর ভর করে আফ্রিকায় একটি অভিজাত শ্রেণীর জন্ম হয়েছে যারা তাদের জনগণের স্বার্থ, অধিকারের তোয়াক্কা করেনা।

নব্য ঔপনিবেশিক এই সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ফরাসী অর্থনীতিবিদ ফ্রাঁসোয়া জাভিয়ের ভারসাভে 'ফ্রসাফ্রিক' নামে একটি শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। তিনি বলেছেন এই সম্পর্কের অন্তরালে রয়েছে ফরাসী রাজনীতি এবং অর্থনীতির উঁচু স্তরের কিছু মানুষের গোপন অপরাধ প্রবণতা। তিনি মনে করেন, এই সম্পর্কের কারণে আফ্রিকার এই দরিদ্র দেশগুলো থেকে প্রচুর টাকাপয়সা, সম্পদ চুরি হচ্ছে, পাচার হচ্ছে।

যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ফরাসী সরকারগুলো এ ধরণের সম্পর্কের সাথে দূরত্ব রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু আফ্রিকায় ফ্রান্সের ব্যবসায়িক স্বার্থ বহুদিন ধরেই একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এই সম্পর্কের সাথে দুর্নীতির নানা কেলেঙ্কারির অভিযোগ জড়িত।

সহজেই বোঝা যায় কেন সম্প্রতি একজন নাইজিরিয় বিবিসির কাছে মন্তব্য করেছিলেন ছোটবেলা থেকেই আমি ফ্রান্সের বিরোধী...আমাদের যেসব মূল্যবান সম্পদ রয়েছে তার সবই তারা আত্মসাৎ করেছে - ইউরেনিয়াম, পেট্রল, স্বর্ণ।

ফ্রান্সের মিত্র রাজনীতিকরা যখন ক্ষমতায় থাকে তখন এসব কেলেঙ্কারি প্রায়ই ঢাকা পড়ে থাকে। বিনিময়ে, ফ্রান্সের সামরিক সহযোগিতায় সেসব শাসকরা স্থিতিশীলতা রাখার সুযোগ পায়।

তবে সাম্প্রতিক বেশ কবছর ধরে ফ্রান্স ও পশ্চিমাদের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সক্ষমতা কমছে। সেইসাথে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খোলাখুলি সমালোচনাও বাড়ছে।

আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে কট্টর ইসলামপন্থীদের বিদ্রোহ দমনে ফ্রান্সের নেতৃত্বে পশ্চিমা কিছু দেশ প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়েছে, সেনা মোতায়েন করেছে, কিন্তু অঞ্চলের সরকারগুলো কোনোমতেই বিশাল এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারছে না।

ফলে, মালি এবং বুর্কিনা ফাসোতে সরকারগুলো চাপে পড়েছে। এই দেশ দুটোতে এমন মনোভাব বাড়ছে যে ফরাসীদের সাহায্যে তাদের ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি হচ্ছে। আর জনমনে এই ক্ষোভের কারণে সামরিক নেতারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সাহস পাচ্ছে। তারা ভাবছে জনগণ তাদের সমর্থন করবে।

তবে ফ্রান্সই যে একমাত্র ঔপনিবেশিক শক্তি যারা সাবেক উপনিবেশগুলোতে স্বৈরাচারী নেতাদের মদত দিয়েছে তা নয়।

শীতল যুদ্ধ চলার সময়, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র আনুগত্যের বিনিময়ে কেনিয়ার ড্যানিয়েল আরপ মই এবং গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের মবুতু সেসো সেকোর মত অনেক স্বৈরাচারী শাসককে মদত দিয়েছে। ১৯৫২ সাল থেকে আফ্রিকার যে চারটি দেশে সবচেয়ে বেশি সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে নাইজেরিয়া (৮), ঘানা (১০), সিয়েরা লিওন (১০) এবং সুদান (১৭) - সবগুলোই ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ।

তবে সাবেক ফরাসী উপনিবেশগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে যেভাবে সেনা অভ্যুত্থান হচ্ছে তার পেছনে পশ্চিম আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে অভূতপূর্ব নিরাপত্তাহীনতার যোগাযোগ রয়েছে। জাতিসংঘ বলছে, সশস্ত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহিংস তৎপরতা, এবং অপরাধী চক্রের তৎপরতার কারণে বেসামরিক সরকারের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা বেড়েছে।

গত তিন বছরে যেসব সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে প্রধানত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংকট। মালিতে অভ্যুত্থানের পেছনে যেসব কারণ ছিল তা হলো - ২০১১ সালে লিবিয়া অস্থিতিশীল হয়ে পড়ার পর সেখান থেকে প্রচুর সশস্ত্র কট্টরপন্থীর প্রবেশ, প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এবং রাজধানীতে সরকার বিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ।

নিজেরে প্রেসিডেন্ট বাজুম সেনা নেতৃত্বে সংস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং জেনারেল টিচিয়ানিকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। ফলে, নিজেরের সার্বভৌমত্ব রক্ষা বা সেদেশের দরিদ্র মানুষের ভাগ্য বদল ঐ অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিলনা। সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব তাদের সুযোগসুবিধা, প্রভাব অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই অভ্যুত্থান করেছে।

অনেক নতুন সামরিক সরকারের মধ্যে বিদেশী মিত্র বদলের প্রবণতাও চোখে পড়ছে। যেমন, সম্প্রতি সেন্ট পিটার্সবুর্গে রাশিয়া আফ্রিকা শীর্ষ বৈঠকে বুর্কিনা ফাসো এবং মালি ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি প্রেসিডেন্ট পুতিনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।

সবসময়ই বাইরের বিশ্বের সাথে মৈত্রীর সম্পর্কের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফ্রিকার অভিজাত রাজনীতিক শ্রেণী, এবং সেসব সম্পর্কের সুবিধাও ভোগ করেছে তারাই। সাধারণ জনগণের মতামত বা স্বার্থ ছিল গৌণ।

মে মাসে খবর বেরিয়েছে যে মালিতে বিদ্রোহীদের দমনের অভিযানে, রুশ ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার হত্যা ও নির্যাতনে জড়িত ছিল।

ফলে, ফ্রান্সের প্রভাব হ্রাস পেলেই যে পশ্চিম আফ্রিকায় মানুষের ভাগ্য বদলাবে তা বলা যাবেনা।

টুকরো খবর

স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

জলপাইগুড়ি। রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের কেবল পাড়া এলাকার এক ব্যক্তির নিজের স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসী থেকে শুরু করে মেয়ের পরিবারের লোকেদের ।ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা যায় মৃত এই মহিলার নাম প্রমিলা ধর(৩২)। দীর্ঘ ১৬ বছর আগে সামাজিক মতে শিকারপুর অঞ্চলের কেবল পাড়া এলাকার বাসিন্দা অমল ধরের সাথে বিয়ে হয়েছিল ওই মহিলার। চার বছরের এক শিশু সন্তান রয়েছে। জানা যায় দীর্ঘ বেশ কিছুদিন থেকে পরিবারে শুরু হয়েছিল অশান্তি । অশান্তির মূল কারণ হিসেবে ছিল জুয়া খেলে বারবার টাকা হেরে এসে বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি করত। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকাবাসী হঠাৎই শুনতে পায় বাড়ির ভেতরে চিৎকার চেঁচামেচি চলছে। এলাকাবাসীরা বাড়ির ভেতরে গেলে দেখতে পায় মহিলা বিষ পান করে মাটিতে পড়ে রয়েছে এবং তার স্বামী বসে রয়েছে। এলাকাবাসী জিজ্ঞাসাবাদ করতে ওই মহিলার স্বামী তাদের বলেন আমার কোন দরদ নেই আপনাদের ইচ্ছা থাকলে আপনারা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান আমি নিয়ে যেতে পারবো না। অবশেষে এলাকাবাসীরা বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থার অবনতি দেখে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। আজ সকাল ৭ টা নাগ াদ শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মৃত্যু হয় ওই মহিলার। বিকাল চারটা নাগ াদ মরদহ নিয়ে আসার বাড়িতে। উপস্থিত ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবারের লোকেরা।

মালদা শহরের অতুল মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক মিলন উৎসব

মালদা। মালদহ শহরের অতুল চন্দ্র কুমার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক মিলন উৎসব। রবিবার সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতে কাটার মধ্য দিয়ে বার্ষিক মিলন উৎসবের সূচনা করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষনেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, সম্পাদক উত্তম বসাক সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণ। ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে জানা যায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও বার্ষিক মিলন উৎসবের আযোজন করা হয়েছে, এই মিলন উৎসবে একদিকে যেমন বিগত বছরের কাজকর্মগুলো নিয়ে পর্যালোচনা হবে পাশাপাশি সকলেই পরিবার ও পরিজনদের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ অনুষ্ঠানের সামিল হবেন বলে জানা গিয়েছে।

বাথের ব্যথা, পক্ষাঘাত থেকে শুরু করে যে কোনও সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে গাছালি ওষুধ এবং তৈরি করা তেলের সাহায্যে

মালদা ঃবাথের ব্যথা, পক্ষাঘাত থেকে শুরু করে যে কোনও সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে গাছালি ওষুধ এবং তৈরি করা তেলের সাহায্যে। তার জন্য নির্ধারিত কোনও পয়সা লাগে না। যার যেমন ইচ্ছে, দিলেই চলে যায়। সামান্যতম চিকিৎসায় শুধু মালদা জেলাই নয়, দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা ছুটে আসছেন বামনগোলার নির্মল গোসাইয়ের মন্দিরে। মালদা শহর থেকে প্রায় ৪৫ কিলো মিটার দূরত্ব বামনগোলা ব্লকের রাখালপুকুর গ্রামের। এই গ্রামের টাঙন নদী সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে নির্মল গোসাইয়ের বাড়ি। বাড়ি সংলগ্ন বাবা ভোলানাথ ও মা কালীর মন্দির। মায়ের সাধনা করেই নির্মল গোসাই এই ওষুধের আবিষ্কার করেছেন, যা থেকে অনেক রোগীই পরিত্রাণ পাচ্ছেন। এই মায়ের মন্দির জাগ্রত বলে মনে করে থাকেন ভক্তরা।

সারা ভারত কৃষক সভা প্রায় ৫৭ জন বর্গাদারকে ৯৯ বিঘা জমি ফিরিয়ে দিয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ নকশালবাড়ির বড়মনি জোত এলাকায় ৯৯ বিঘা জমি খতিয়ানে নথি ভূক্ত জমি প্রায় ৫৭ জন বর্গাদারদের হাতে তুলে দিল সারা ভারত কৃষক সভা। রবিবার বর্গাদারদের সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত লাগোয়া এই এলাকায় জমি বন্টন করা হয়। সারা ভারত কৃষক সভার গৌতম ঘোষ জানান এই এলাকায় জোতদারদের ওয়ারিশগন কলকাতার কিছু পুজিপতিদের কাছে এই বিক্রি করে দেয়। পুরোনো বর্গাদারদের ওয়ারিশরা না জানিয়ে জমি বিক্রি হয়েছে। জমিতে চাষ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বর্গাদারদের। এদিন সিপিআইএম ও সারা ভারত কৃষক সভা ও বড় মনিরাম জোতের বর্গা উচ্ছেদ কৃষক কমিটি বর্গাদারদের সেই জমিতে লাল ঝান্ডা লাগিয়ে জমির চাষ করার অধিকার ফিরিয়ে দেয়। গত ১৯৭৫ সালের আগে নকশালবাড়ির এই এলাকায় জয়নাল সিং ও গিয়সু সিংহের জমি চাষ করত ৫০এর বেশি বর্গাদার। ১৯৭৫এ মেচী নদীতে বন্যার জেরে পতিত হয় এই জমি। কয়েক বছর ধরে এই জমি চাষযোগ্য হয়েছে। চাষ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় বর্গাদারদের। পাশাপাশি বর্গাদারদের না জানিয়ে জমি বিক্রি করে মালিকপক্ষ। এদিন জমি ফিরে পেতেই খুশি বর্গাদাররা। আগামী দিনে জমি চাষ করে তারা ফসলের এক অংশ মালিকপক্ষকে দেবে।

শিলিগুড়িতে একদিনের নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়িতে একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । এদিন শিলিগুড়ির পুরো নিগমের ১৪ নং ওয়ার্ডে আয়োজন করা হয়েছে একদিনের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছে শিলিগুড়ির বিভিন্ন নামকরা ফুটবল দল গুলি। এই প্রতিযোগীতার জয়ী দলকে দেওয়া হবে নগদ এক লক্ষ টাকা এবং ট্রফি। এছাড়া রানারআপ দল কেও দেওয়া হবে আর্থিক পুরস্কার সহ ট্রফি। এছাড়া আরো বিভিন্ন পুরস্কার রয়েছে অংশগ্রহণকারী দলগুলির জন্য।উক্ত প্রতিযোগীতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুরসভার চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী এবং এম এম আই সি মানিক দে ছাড়াও বিশিষ্ট ফুটবলার মনজিৎ সিং এর বাবা প্যারা সিং এবং বিশিষ্ট ফুটবলার তাসি দরজি শেরপা। বলে শট মেরে প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির ১২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ১৪ নং ওয়ার্ডের সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ এবং সভাপতি কমল কুমার কর্মকার। এছারা উপস্থিত ছিলেন ১৪ নং ওয়ার্ড এর তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক
রাঁচি সোমবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
07.08.2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

দুই রাজ্যকে যুক্ত করে জমি অধিগ্রহণ করা হয়

ডিভিসি কেলেঙ্কারী

রাঁচি : এই নিয়োগ কেলেঙ্কারি ডিভিসি অর্থাৎ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের। এর মধ্যে শুধু ঝাড়খণ্ড নয়, পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকাও রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন রামাশ্রয় প্রসাদ সিং নামক এক সমাজকর্মী। তিনি তাঁর হলফনামায় অভিযোগ সম্পর্কিত সমস্ত নথি সংলগ্ন করেছেন। কোনো পক্ষই এসব অভিযোগ অস্বীকার করেনি। অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত নথিও কেউ অস্বীকার করেনি। বিস্ময়কর ঘটনা হলো, তিনি যতবারই এই বিষয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে হয়রান করা হয়েছে। পাশাপাশি, কিছু আধিকারিকও অনবরত বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এতেই তাঁরা ক্ষান্ত থাকেননি। এরপরও কয়েক ডজন ব্যক্তিকে ডিভিসিতে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

বিস্থাপিতদের চাকরি দেওয়ার নাম করে যে ভীষণ কেলেঙ্কারী করা হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে জমি অধিগ্রহণ। মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধের জন্য ডিভিস বেশ কিছু জমি অধিগ্রহণ করেছিল। যাদের জমি নেওয়া হয়, তারা তো চাকরি পায়ইনি, বরং তাদের বঞ্চিত করে অন্যদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। ডিভিসির এই কাজ ১৯৯৩ সালে শুরু হয়েছিল।

সেই সময় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ঝাড়খন্ডের ধানবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলার মোট ৪১ হাজার একর জমি নেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পের আওতায় চার হাজার বাড়ি পড়ে। এত বড় প্রকল্পের জন্য প্রায় ২৪০টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় সত্তর হাজার মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। কিন্তু গৃহচ্যুত হয়ে যাঁরা পথে বসেছেন, তাঁদের কোন রকম ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি বলে স্থানীয়দের দাবি। বলা হয়েছিল, জমি অধিগ্রহণের বদলে চাকরি দেওয়া হবে, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তাঁদের প্রতারণা করা হয়েছে। যাঁরা জমি দিয়েছেন, তাঁরা এখনও সেই অবস্থাতেই আছেন, অর্থাৎ তাঁদের কেউ চাকরি পাননি। এর থেকেই স্পষ্ট যে নয় হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষের চাকরি অন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

বাস্তুচ্যুত এবং তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তখন থেকেই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। তাঁরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানালেও কোন সুরাহা হয়নি। এমনকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি ড. হামিদ আনসারি এবং রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে অভিযোগ পৌঁছানোর পরেও কার্যসিদ্ধি হয় নি। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করে রাজ্য সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত নথি থেকে এও জানা যায় যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এই বিষয়ে ঝাড়খণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিব এবং পরে মুখ্য সচিবকে এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য চিঠি লিখেছিলেন।

মেগা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত প্রায় দশ হাজার গোটা বিশ্বে সম্ভবত এটি একমাত্র মামলা যেখানে দশ হাজারের বেশি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযুক্তদের মধ্যে অনেক অবসরপ্রাপ্ত অথবা চাকুরিরত সরকারি আধিকারির কর্মচারীও রয়েছেন। এঁরা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ঘটনার সাথে যুক্ত। বিষয়টিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ ক্ষমতার পরিবর্তনের পরও তদন্তের গতি এগোতে না পারার মূল কারণ রাজনৈতিক স্বার্থের বলেই মনে হয়।

দুমকার ভূমি অধিগ্রহণ কার্যালয় থেকে পাওয়া নথিপত্র থেকে জানা যায়, যে দশজন ব্যক্তিকে সেখান থেকে উদ্বাস্তু বলে দাবি করা হয়েছে তাদের নাম কার্যালয়ের রেজিস্টারে নেই। এর থেকে স্পষ্ট যে এই দশজনকে ভুয়ো তালিকাভুক্ত করে ডিভিসিতে চাকরি দেওয়া হয়েছিল।

তথ্যের অধিকার আইনের ভিত্তিতে কৃষ্ণ সোরেন নামক এক ব্যক্তি প্রশাসনের কাছে কিছু বিষয় জানতে চান। ২০২০ সালের ২৯ মে তারিখে জমি অধিগ্রহণ কার্যালয়ের তরফ থেকে জবাব দেওয়া হয়। তাতে জানা যায় যে মোট নয় হাজার ব্যক্তিকে এই পদ্ধতিতে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এদের সকলকেই ডিভিসি উদ্বাস্তু হিসাবে চাকরি দিয়েছে। নথি দেখলেই স্পষ্ট হবে যে DVC দ্বারা পুনর্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ৫০০ জনই প্রকৃত উদ্বাস্তু। ১১ এপ্রিল, ২০১৫ তে দেওয়া একটি চিঠির মাধ্যমে জামতারা সার্কেল অফিস ডিভিসিকে বাস্তুচ্যুতদের সম্পূর্ণ তালিকা এবং রামাশ্রয় সিংয়ের উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে তথ্য সরবরাহ করতে বলেছিল।

ন্যায়বিচারের দাবি নিয়ে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যসচিবকে এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে একবার নয় বহুবার চিঠি দেওয়া হয়। ৫ মে, ২০১৪ তারিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাজ্যকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। এই চিঠিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। তাই এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করতে পারে না।

তাই রাজ্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিক।

যাঁদের সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হয়েছিল, তাঁরা সকলেই ডিভিসির কর্মচারী।

এঁদের সকলকেই বাস্তুচ্যুত দাবী করে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারী ওই ২৪০টি গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন। দেখা যায় যে ৯,০০০ টি পরিবার আসলেই বিস্থাপিত হয়েছে, অথচ তাদের কাউকেই চাকরি দেওয়া হয়নি। তাদের পরিবর্তে অন্যদের বাস্তুচ্যুত বলে দেখানো হয়েছে এবং তাদেরই ডিভিসিতে চাকরি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে বিষয়টি আদালতে তোলা হয়। সেই সময় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ৯ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হয়।

এরপরও কিভাবে সাড়ে নয় হাজার ভুয়ো ব্যক্তি চাকরি ও ক্ষতিপূরণ পেলেন, তা নিয়ে রাজ্য সরকার কোন তদন্ত করে নি। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল রাজ্যের আদিবাসীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে জেনেও কোন নেতা এই নিয়ে সরব হন নি।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদানের পাশাপাশি বিষয়টি হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ক্ষেত্রে, ডিভিসি অথবা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কেউই বিষয়টি অস্বীকার করেনি। তারা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতেই রাজী হয়নি। এর পরেও যতবারই দিল্লি থেকে তদন্তের জন্য ঝাড়খণ্ডে চিঠি পাঠানো হয়, প্রতিবারই সেই চিঠি নিখোঁজ হয়ে যায়। এটি একটি বড় প্রশ্ন।

दुमका समाहरणालय
(जिला भू-अर्जन शाखा)
पत्रांक 194 /भू०अ० दुमका, दिनांक 20/5/20
सेवा में,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् सूचना का प्रेषण।
Progress Register
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
दुमका।

आदिवासी गांव से बंगाली नामों को फायदा

ঝাড়খণ্ড সরকারের উচিৎ এই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করা

রাঁচি : এই অভিযোগের বিষয়ে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ভূমিকাকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। ভুয়ো ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়া হয়েছে কি না প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর তারা দেয় নি। উল্টে, সব প্রশ্নের উত্তর তারা খুব সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কিছু রাজনীতিবিদ এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন ও চিঠিপত্র দেন। ডিভিসির কর্মকর্তারা স্বজন পোষনের পাশাপাশি এই সকল রাজনীতিবিদদের হাতে রাখার জন্য তাঁদের লোকেদের নিয়োগের সুযোগ করে দেন। এর ফলে নেতারাও তাঁদের মুখ বন্ধ রাখেন। কিন্তু এর মাঝে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল ঝাড়খণ্ডে এমন কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই রয়েছে যার ফলে যতবারই দিল্লি থেকে চিঠি পাঠানো হয়, কোন অজ্ঞাত কারণে সেগুলি ধামাচাপা পড়ে যায়। ফলে তদন্ত এগোতে পারে না। তবে, হলফ করে বলা যায়, প্রকৃত তদন্ত হলে এমন অনেক নাম সর্বসমক্ষে উঠে আসবে, যাদের চক্রান্তের ফলে এই চিঠিগুলি গায়েব হয়ে যাচ্ছে এবং এর পেছনে একটি সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জনসাধারণের বিশ্বাস যে সরকার, তা কেন্দ্র বা রাজ্য যাই হোক না কেন, জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবে। বিপরীত অবস্থায় জনগণের বিশ্বাস টাল খাওয়াও স্বাভাবিক। ডিভিসির এই মেগাস্ক্যাম নিয়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে লড়াই চলা সত্ত্বেও, চার গ্রামের হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘশ্বাস সরকারের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। এর ফলে সরকার জনগণের বিশ্বাস হারাচ্ছে। এরপরও সরকার বিষয়টি নিয়ে সচেতন না হলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এটি সাধারণ ব্যাপার যে সরকারের কোনো চিঠি কখনো নষ্ট হয় না। কোন চিঠি একবার কোন দফতরে পৌঁছালে বিভিন্ন জায়গায় তার উল্লেখ থাকে। প্রকৃতপক্ষে সরকার, তা রাজ্য হোক অথবা কেন্দ্রীয়, আমলাতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে এই চিঠি গায়েব করে দেওয়ার একটি সহজ উপায় খুঁজে পেয়েছে। কোন কাজকে প্রলম্বিত করতে হলে আধিকারিকরা ফাইলে লিখে দেন বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণভাবে বোঝা যায় যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এই ফাইলের আরও তথ্য চান। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের প্রেক্ষাপটে এই মন্তব্যের অর্থ হল ফাইলটি বন্ধ রাখা দরকার, কারণ ফাইলের উপর আলোচনার সময়সীমার উল্লেখ থাকে না। ফাইলটি কোথায়, কতদিন কার কাছে পড়ে ছিল এই বিষয়ে জানার জন্য ঝাড়খণ্ডে একটি তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমও তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু, কোন মন্ত্রবলে এই পদ্ধতিও বন্ধ হয়ে গেছে। ফাইল ট্র্যাকিংয়ের ফলে অনেকের মধ্যে সমস্যা দেখা যাচ্ছিল, যার কারণে এই পদ্ধতিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাই দিল্লী থেকে আসা ডিভিসি সংক্রান্ত ফাইলটি শেষ পর্যন্ত কোন টেবিল থেকে খোয়া গেছে, তা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরাই জানেন। যদিও এই সংক্রান্ত মামলা দেশের শীর্ষ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল এবং সেখান থেকেও নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু এই নির্দেশগুলিও কোথাও হারিয়ে গেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ফাইল ফাইলের খেলায়। আসল বিষয় হল ঝাড়খণ্ডের মানুষের প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ।

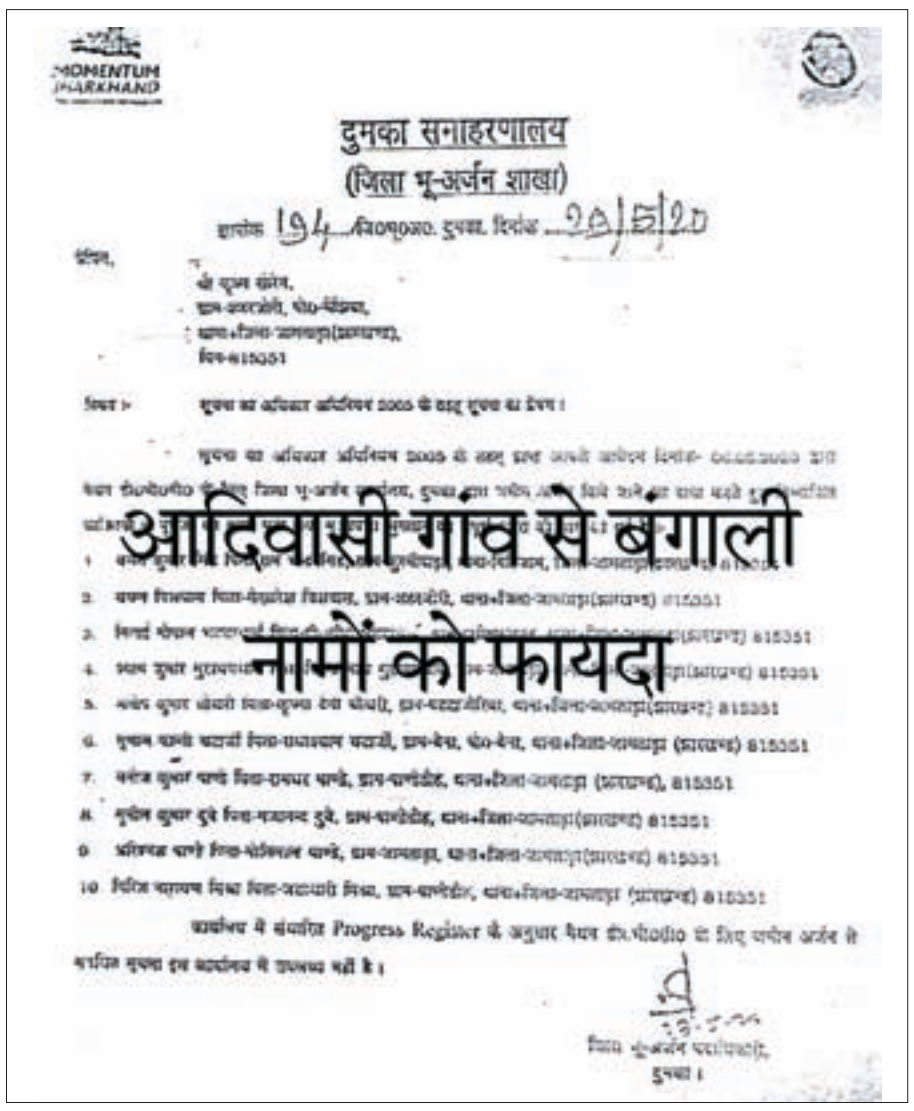

पत्रांक- 1(बी०/भू०अ०नि०अ०स०/ज०आ० – 18/2014 ..../रा०
झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
प्रेषक,
पीताम्बर सिंह
सरकार के उप सचिव।
सेवा में,
उपायुक्त,
बोकारो/धनबाद।
रांची, दिनांक........
विषय:- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त श्री रामाश्रय सिंह सलाहकार घटवार आदिवासी महासभा, सिन्दरी, धनबाद के आवेदन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।
प्रसंग:- कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–261/1/2015–AVD II, दिनांक–22.01.2015
महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र से श्री रामाश्रय सिंह सलाहकार घटवार आदिवासी महासभा, सिन्दरी, धनबाद से प्राप्त पत्र, जो मैथन और पंचेत डी०वी०सी० में 9000 गैर विस्थापितों का विस्थापित आधार नौकरी के संबंध में है, की मूल प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि इस पर पूर्णरूपेण जाँचोपरान्त नियमानुसार तुरंत कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई से विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार एवं आवेदक को अवगत कराने की कृपा की जाय।
अनु०– यथोक्त
विश्वासभाजन
ह०/–
(पीताम्बर सिंह)
सरकार के अवर सचिव।
ज्ञापांक........ रांची, दिनांक........
प्रतिलिपि– अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक–261/1/2015–AVD II, दिनांक–22.01.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

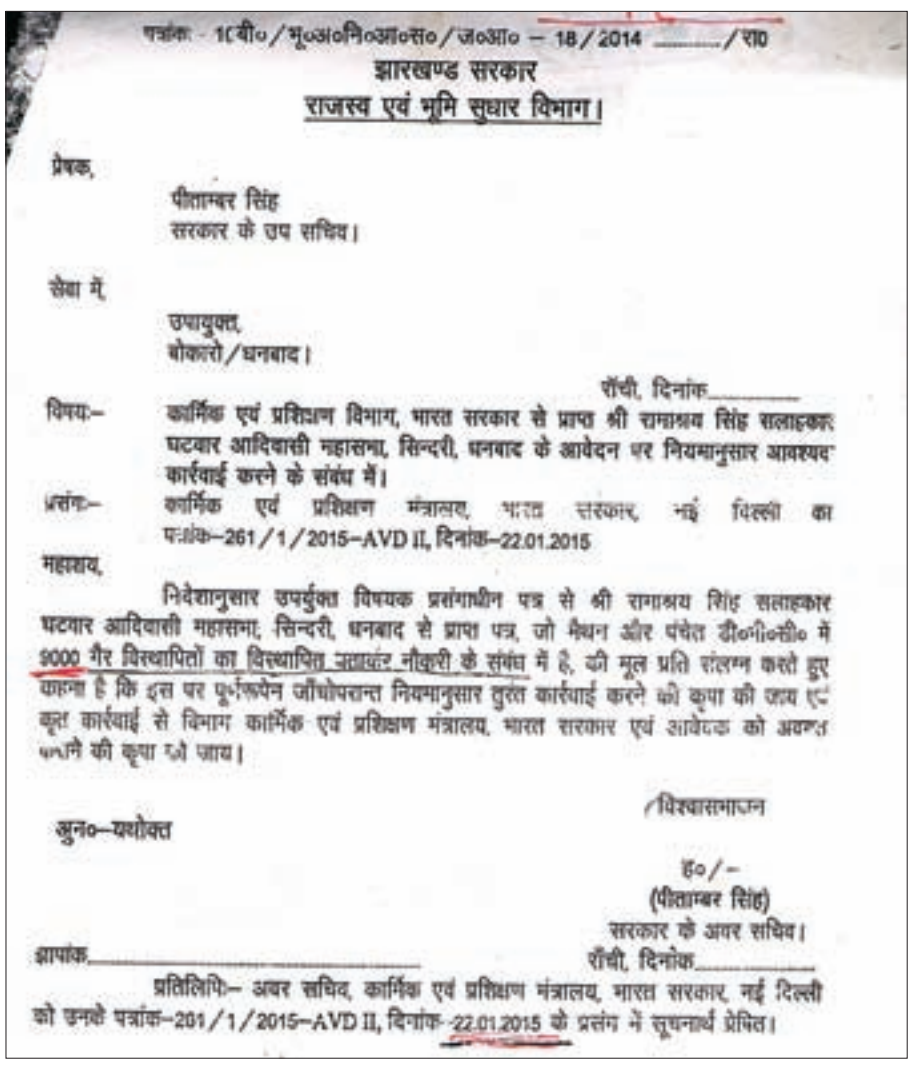

বিশ্বাসভঙ্গের ফল তাদের ভুগতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার যতই বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন একদিন প্রকৃত তথ্য উঠে আসবেই। বিষয়টির নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে একটি নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে এটি শুধুমাত্র মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ঘটেনি। রাঁচির কাছে সিকিদিরি বাঁধের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও ভুয়ো ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার খেলা হয়েছে, যার প্রমাণ কোন অজানা কৌশলে উধাও হয়ে গেছে।

মোদ্দা কথা হল ঝাড়খণ্ডের জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং সমস্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও কেন সবাই মুখ বন্ধ করে রয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া দরকার।

আমরা মনে করি যে এমন কোন ঘটনা থাকতে পারে না, যাতে সরকারের কাছে অভিযোগ এলে তা দশজনের চোখে পড়বে না। তাই প্রশ্ন থেকেই যায়, কেউ কি এই ইস্যুটির তাৎপর্য বুঝতে পারেনি, নাকি জেনেশুনে এই কাজকে সমর্থন করা হয়েছে।

পাশাপাশি এতগুলি বছর ধরে চোখ কান বন্ধ করে রেখে একদল স্বার্থপর ও লোভী মানুষকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এমনকি কেন্দ্র থেকে তদন্তের জন্য পাঠানো চিঠিও আবর্জনার স্তূপে রাজনৈতিক দলগুলি কেন এই বিষয়ে নীরব, এটি

ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সময় থেকেই অভিযোগ উঠেছে যে অন্য রাজ্যের লোকেরা ঝাড়খণ্ডের মানুষের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। রাঁচির হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনকেও এই তালিকায় রাখা যেতে পারে। এখানকার উদ্বাস্তুরা এখনও তাঁদের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে চলেছেন। শিল্পের জন্য জমি দিয়ে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছেন, তাঁরা এখনও চাকরি পান নি। এইচইসি তে অন্যান্য রাজ্য এবং বিশেষ করে বিহারের কিছু জেলা থেকে আসা ব্যক্তিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে এইচইসি মৃৎপ্রায় এবং তার পেছনে খোদ আধিকারিক কর্মচারীদের দায়ী করা যায়। অন্যদিকে বেসরকারি কোম্পানির উচ্চ মুনাফাও সরকারের

নীতিনির্ধারকদের এইচইসিকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিতে বাধা দিয়েছে। DVC এর ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে ঝাড়খণ্ডের উদ্বস্তুদের নামে, পশ্চিমবঙ্গের সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে, যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাই ছিলেন না। এটা জানার পরেও, এই বিষয়ে নীরবতা সামাজিক স্তরে রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয় যে তাদের জন্য ঝাড়খণ্ডের জনসাধারণের স্বার্থ কি, যদিও এখানে হাজার হাজার আদিবাসীর স্বার্থকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।